(সচিত্র)

দক্ষযজ্ঞ

(নাটক)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

(ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

কলিকাতা, ৭৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ষ্টার এজেন্সী হইতে
শ্রীদুর্গাদাস [illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

যোগলকুঁড়িয়া, ৬ নং ভীম ঘোষের লেন,
গ্রেট ইডিন্ প্রেসে
মেঃ ইউ, সি, বসু এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১[illegible] সাল।

ল্য ৸০ বার আনা।] [ডাকমাশুল ৴০ এক আনা।]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

দক্ষ।	মহাদেব।
মন্ত্রী।	ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ, দধীচি।

নন্দী, ভৃঙ্গী, প্রহরী, দূতগণ, প্রমথগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

প্রসূতী।	সতী।
ভৃগুপত্নী।	তপস্বিনী।
চেড়ী।	

ভ্রম-সংশোধন।

১। প্রথম অঙ্ক—পঞ্চম গর্ভাঙ্ক—৩১ পৃষ্ঠায় ২৩ পুংক্তির পর এই পুংক্তিটী বসিবে।

নহা কার্য্য ফলিবে আমার।

২। ২য় অঙ্ক—১ম গর্ভাঙ্ক—৪৯ পৃষ্ঠায় ২২ পুংক্তির পর এই লাইনটী বসিবে।

পিতঃ! সঙ্কল্প না ভঙ্গ হবে মোর।

৩। তৃতীয় অঙ্ক—১ম গর্ভাঙ্ক—৭০ পৃষ্ঠায় ১১ পুংক্তির পর এই লাইনটী বসিবে।

হেরি ত্রিপুরারি আপন পাসরি।

দক্ষযজ্ঞ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কানন।

তপস্বিনী তপে মগ্ন—মহামায়ার আবির্ভাব।

মহা। বর নেরে; পূর্ণ মনস্কাম তোর।

তপ। মা, মা আমার! কোথা ভুলে ছিলে মোরে?

মহা। বর নে; সদয়া তোরে আমি।

তপ। মাগো, চিরদিন রব তোর সনে,
অন্য সাধ নাহি, মা আমার;
আর কভু নাহি রহ মোরে ছাড়ি'।

মহা। আজি হ'তে তুমি মম প্রধানা সঙ্গিনী।
শুন তপস্বিনি,

চেড়ীর প্রবেশ।

চেড়ী। প্রভু, রাজ্ঞী যাচে রাজ-দরশন।

দক্ষ। (স্বগত) একতা বন্ধন;
কিন্তু কোন সাধারণ প্রয়োজনে
একতা-বন্ধনে রবে জীব ধরাতলে?
একতার মূল প্রয়োজন।

চেড়ী। প্রভু, চাহে রাজ্ঞী চরণ-দর্শন।

দক্ষ। (স্বগত) তর্ক অতি চমৎকার,
কিন্তু দোষ মূলে!—
প্রয়োজন বিনে,
একতা-বন্ধনে কভু না মানব রবে।—
কত দিনে ওঠে কথা, মায়ার বন্ধন।—
অনুমান, অনুমান,
যুক্তি মাত্র নাহি তাহে!—
মায়া—মায়া!
কিবা মায়া, কহ, কেবা জানে?
মায়া বলি' বর্ণনা যাহার,
মায়া নাম দিলে তারে
এ সংসারে মায়া নয় কিবা?
তুমি মায়া, আমি মায়া,
মায়া ব্যোমতরুলতাগণে।
তবে মায়ার বন্ধনে কি হেতু না রহে নর?

চেড়ী। দেব!—

দক্ষ। (স্বগত) অযৌক্তিক কথা— চেড়ীর প্রস্থান

মায়ার বন্ধন,
শিশুকালে ঘুমাইতে উপকথা!—
কিম্বা সাধারণ নরে,
হিত-চিন্তা সাধারণ সবাকার
নিজ হিত-হেতু।—
ডরে নরে রহিতে সংসারে,
যে সংসারে মৃত্যু ভয়।
অনাচার মৃত্যুর কারণ—

প্রসূতীর প্রবেশ।

প্রসূতী। নাথ, এস ত্বরা, একা আছে সতী।
নাথ,
না জানি গো কেন মম কপাল ভাঙ্গিল!

দক্ষ। রাজ্ঞি,
সতীর বিবাহ ভুলি নাই, প্রাণেশ্বরি!

সতীর প্রবেশ।

সতী। মা, আর ত শোব না;
একা রেখে এলে তুমি!
পিতা, পিতা—

দক্ষ। সতি, আমি ছেলে তোর;
আর ক'টি আছে ছেলে?

প্রসূতী। নাথ, ধরি পায়,
এ কথা সতীরে পুনঃ না জিজ্ঞাস, প্রভু;
আয়, মা আমার!

দক্ষ। কি হয়েছে, রাণী?

প্রসূতী। নাথ, আজি গোধূলির বেলা
সতী মোর খেলিতে খেলিতে
মা ব'লে আইল ধেয়ে;
বদন মুছিনু, চাঁদমুখ চুমিনু যতনে,
কোলে লয়ে বসিনু তরুর তলে—

দক্ষ। কি হয়েছে মা আমার?

সতী। শুয়েছিনু মার কাছে,
একা রেখে এলেন জননী,
তাই আইনু উপবনে।

প্রসূতী। নাথ, না শুনিলে কেমনে বুঝিবে?
কোলে লয়ে সুধাইনু সতীরে আমার
"কত পুত্র আছে তোর?"
উঠি' দ্রুত বিল্বমূলে বসিল সহসা;
শত রবি-ছবি ফুটিল উদ্যানে অকস্মাৎ;
নাহি সতী আর,
উজ্জ্বল কিরণময়ী প্রতিমা সুন্দর!
কত শত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব লোটে পায়;
করযোড়ে তিনলোকে "মা" ব'লে ডাকিছে;
হাস্যময়ী করুণা-প্রতিমা
কৃপাকণা সবারে দানিছে;
আনন্দে নাচিছে সবে;
"সতী, সতী" বলি উচ্চৈঃস্বরে,
অচেতন হইনু, প্রভু!

"সতী" ব'লে জাগি পুনঃ ;
পাশে শুয়ে মা আমার!
কেন হেন সতীরে হেরিনু, প্রভু ?

দক্ষ। মহিষি! কি অসুস্থ শরীর তব ?

প্রসূতী। নাথ, ব্যাকুল উন্মাদ প্রাণ মোর।
মা হ'য়ে কি দেখিনু নয়নে ?
জীবিত যে জন,
দেবীরূপে দেখিলে তাহারে
অকল্যাণ হয় তার।

দক্ষ। তব মন-তৃপ্তি হেতু,
যাগ, যজ্ঞ,
যেবা কার্য্য ইচ্ছা তব কর, রাণি ;
রাজমন্ত্রী করিবেক আয়োজন ;
কিন্তু জেনো মাত্র স্বপন কেবল।
(স্বগত) আহা, কি সুন্দর বায়ু!
নিদ্রা মম আসে চ'খে।
কোথা ছিনু ?—
হাঁ, অনাচার-নিবারণ।

প্রসূতী। স্বপ্ন নহে, করি নাথ নিবেদন।

দক্ষ। জেনো স্থির, স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর।
স্বপনের কথা কি কব তোমারে, রাণি ?
আজি নিশা-অবসানে হেরি—
স্বর্ণময়ী ঝিয়ারী আমার,
র্পি ভোলানাথ করে।

সতী। ভোলানাথ ? কে সে, পিতা ?

দক্ষ। ভুল সৃষ্টি আপাদ মস্তক,
আপাদ মস্তক ভোলা !

সতী। সকলই কি যায় ভুলে ?
যদি কেহ কহে কটু, তাও যায় ভুলে ?

দক্ষ। (স্বগত) অনাচার-নিবারণ—

সতী। পিতা, পিতা, সকলই কি যায় ভুলে ?

দক্ষ। হুঁ।
(স্বগত) কিসে হয় অনাচার-নিবারণ ?

সতী। আমি বড় ভালবাসি তারে।
ভুলে যায় ; কে খাওয়ায় অন্ন পানি ?

দক্ষ। রাণি ! তব আজ্ঞা পাইলে সচিব,
যাগ যজ্ঞ আয়োজন,
কিম্বা
সতীর কল্যাণে অন্য যেবা প্রয়োজন,
সাধ্যমত ক'রে দিবে সমাধান।
কিন্তু জেনো স্থির,
স্বপ্ন মাত্র, অন্য কিছু নয়।

সতী। পিতা, কেবা দেয় অন্ন পানি ?

দক্ষ। ভূতে।
সতি, আসি কার্য্য-গৃহ হ'তে ;
উপকথা ক'বি,
ঘুম পাড়াইবি তুই।
যাও গৃহে।

(স্বগত) মন্ত্রীগণে কি যুক্তি দানিবে ?
বিরলে করিব স্থির।

প্রস্থান।

সতী। ও মা, ভূত কি, মা ?
ভূতে কেন দেয় অন্ন পানি ?

প্রসূতী। বল দেখি, মা আমার,
কত অন্ন করিলি রন্ধন ?

সতী। কি কব গো কত অন্ন করিনু রন্ধন,
কত জনে দিনু, মাতা !
কিন্তু ভোলানাথে না দেখিনু।

প্রসূতী। আয় কোলে, ঘুমা, মা আমার।

সতী। বল না, মা, কোথা ভোলানাথ ?

তপস্বিনীকে লইয়া চেড়ীর প্রবেশ।

চেড়ী। রাজরাণি, এই সেই তপস্বিনী,
ভৃগুপত্নী বলেছেন যাঁর কথা।

সতী। হাঁ, মা, ভোলা কে, মা ?

তপ। (স্বগত) মা আমার ব্যাকুলা ভোলার তরে,
শিবপূজা কি শিখাব তোরে ?

প্রসূতী। (স্বগত) এ কি অপূর্ব্ব যোগিনী !
নলিনী-নিন্দিত কায়া,
নবীন বয়সে কেন উদাসিনী বালা ?
(প্রকাশ্যে) গোধূলিতে দেখিয়াছি অলক্ষণ।
শুনিলাম ভৃগুপত্নী মুখে,

তব অঙ্গের সৌরভে
মহারোগী পাইল পরিত্রাণ ;—
তনয়ারে অর্পি তব পায়।
দেবী-মূর্ত্তি দেখিয়াছি দুহিতার!
সতি, নে মা পদধূলি।

সতী কর্ত্তৃক তপস্বিনীর পদধূলি গ্রহণ।

তপ। (স্বগত) শিব, শিব, শিব।
(প্রকাশ্যে) শঙ্কা ত্যজ, রাজরাণি ;
কল্যাণী তনয়া তব ;
অকল্যাণ কভু না সম্ভবে।

প্রসূতী। ভগবতি! তব মধুময় বাণী
অমৃত দানিল প্রাণে।
ক্ষম, মা, আমারে—
কেন, মা গো, বিভূতি মাখিলি কিশোর-কায় ?

তপ। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা মম, রাজরাণি!
প্রসবি' জননী,
পলাইল অর্ণবে ভাসায়ে মোরে ;
অভাগিনী, তবু নাহি গেল প্রাণ।
মা'র তরে আমি উদাসিনী,
কোথায় জননী ? মা ব'লে নিয়ত কাঁদি।
মাতৃমন্ত্র সাধি,
দেব দেবী নাহি করি উপাসনা।
মুখে মা'র নাম মম অবিরাম,
যে শুনে বাসনা পূরে তার ;

কিন্তু মম জননী কঠিনা,
না পূরায় মনস্কাম মম।

প্রসূতী। (স্বগত) এ কি উন্মাদিনী?
(প্রকাশ্যে) ভগবতি, অপূর্ব্ব কাহিনী তব!

তপ। ভৃগুর রমণী
প্রেরিলেন মোরে তব পুরে;
কার্য্য কিবা আদেশ, মহিষি!

প্রসূতী। হেন কার্য্য কর, ভগবতি,
হয় যাহে সতীর কল্যাণ।
যদি তব হয় অভিমত,
পবিত্র করুন পুরী
কয় দিন রহি' এই স্থানে।

তপ। রব তব আদেশে, মহিষি!

প্রসূতী। সতি, আয় মা আমার;
ভগবতি, কৃপা করি আসুন সংহতি।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

দক্ষ আসীন।

দক্ষ। এত দিনে পারিনু বুঝিতে
কেন প্রজা না হ'ল স্থাপন—

শিবপূজা সৃষ্টিনাশ হেতু।—
বিরিঞ্চির ঘটিয়াছে বুদ্ধি-ভ্রম!
আজি দেখি দক্ষপুরে
স্বপনের অধিকার।—
প্রাতে স্বপ্ন, অর্পি দুহিতায় হরে;
গোধূলিতে কন্যা দেবী হেরে রাণী;
রজনীতে বিধাতার আকিঞ্চন,
অর্পি কন্যা ভাঙ্গড়ের করে!—
অনাচার-নিবারণ, শিবের দমন,
অগ্রে প্রয়োজন;
মৃত্যু নিবারণ,
সংসারে উচিত আগে;
নহে, ক্ষণস্থায়ী পুরে
কি সুখে রহিবে জীব?
লয়কর্ত্তা শিব;
লয়-নিবারণ না হবে কখন
অনাচারী শিব-নিবারণ বিনা।

প্রসূতীর প্রবেশ।

প্রসূতী। নাথ! এখনও কি হয় নাই নিদ্রার সময়?

দক্ষ। ভাবি, প্রাণেশ্বরি, কি উপায় করি;
সতীর না মিলে বর।
হেম-হার নন্দিনী আমার,
কার গলে করিব অর্পণ,
নিশি দিন তাই ভাবি মনে।

পুনঃ ডরি,
বিলায়ে কুমারী,
কেমনে রহিব, বল।
সতী মম নয়নের নিধি ;
যে অবধি সতী মোর ঘরে,
প্রজাপতি-বরে দক্ষ প্রজাপতি আমি।
সর্ব্ব সুলক্ষণা সতী
বিষ্ণুরে না করিব অর্পণ ;
পাবে সতিনীর জ্বালা।

প্রসূতী। প্রভু, না হও উতলা,
যবে জন্মিল তনয়া,
বর তার অবশ্য জন্মেছে।

দক্ষ। কোথা বর ?
তিন পুরে কিবা মম অগোচর ?
সতী-যোগ্য উপযুক্ত পাত্র কেবা,
যারে কন্যা করি' দান
কুল মান হইবে উজ্জ্বল,
নন্দিনী রহিবে সুখে ?
অকলঙ্ক শশীকলা সম
কন্যা বাড়ে দিন দিন ;
ভাবি মনে পাছে হয় জাতি-নাশ।

প্রসূতী। সতীর যে বর, সামান্য সে নহে কভু।

দক্ষ। কর্ত্তব্য আমার উপযুক্ত পাত্রে দান।

প্রসূতী। প্রভু, কোন্ কন্যা করেছ অপাত্রে দান,

সতীরে অপাত্রে দিবে ?
সতী তব সর্ব্বস্ব রতন,
আদরে তোমার না পারি বারিতে তারে।

দক্ষ। শুন, প্রিয়ে, রহস্য নূতন ;
ব্রহ্মা ক'ন ভাঙ্গড়ে অর্পিতে ;—
যোগাযোগ দেখেছেন সার,
সতী যাবে ভাঙ্গড়ের গৃহে
তোমারে আমারে নাহি ক'য়ে !

প্রসূতী। ভাঙ্গড় কে, প্রভু ?

দক্ষ। পিশাচপতি পিতামহ মম,
শুভ্রকান্তি বলদ-বাহন !

প্রসূতী। মহাদেব ?

দক্ষ। মহাদেব !
চতুর্ম্মুখ শিখায়েছে নাম তবে।

প্রসূতী। প্রভু, রহি অন্তঃপুরে,
কে কেমন পাত্র নাহি জানি ;—
লোকে কহে, মহাদেব।

দক্ষ। অনাচারী, লোকে কহে।
পড়িলাম বিষম ব্যাপারে,—
সভাস্থলে মহা অনুরোধ বিরিঞ্চির,
না দিলেই নয় শিবে সতীরে আমার।
তনয়ায় অধিকার তব ;
মতামত সুধাই তোমায়,
পিশাচে কি দিব দুহিতারে ?

প্রসূতী। প্রভু, কি হেতু উতলা?
বাড়িল রজনী, শ্রম-দূর কর আজি।

দক্ষ। ক'ন বিধি, ঘটনার স্রোতে
কন্যা মম মিলিবে শিবের সনে।
না জানি কি জোটাজোট আছে তাঁর মনে!

প্রসূতী। নাথ, ত্রিকালজ্ঞ তাত।
কি জানি কি ঘটে, নাথ, দৈবের প্রবাহে!

দক্ষ। দৈবের প্রবাহ?
তবে কেন মোরে অনুরোধ?
শুন, দেবি; কোথায় ঘটনা-স্রোত
ঘটনা না করিলে সৃজন?
আজি যদি অন্য পাত্রে করি আমি দান,
কোন্ দৈব-বলে তাহা হইবে লঙ্ঘন?
দৈব, শুনি, বিধির লিখন;
ছিল উচিত ধাতার
লিখিতে কন্যার ভালে বর অন্যমত।
এবে লিপি-পূর্ণ বাসনা তাঁহার,
এই হেতু এত অভিযোগ।

প্রসূতী। ভাল মন্দ বিচার উচিত, প্রভু;
উতলার কার্য্য ইহা নহে।

দক্ষ। শুন, যেবা করেছি মনন,—
স্বয়ম্বরা করিব সতীরে;
যারে অভিরুচি,
তারে মালা করিবে অর্পণ।

প্রসূতী। যদি বলে, মহাদেবে ?—
অপূর্ব্ব দৈবের লীলা !

দক্ষ। কি ? আমার অঙ্গজা,
কুৎসিত প্রকৃতি কভু তারে না সম্ভবে ;
আছে তার পুরীষ-কুসুম-জ্ঞান।

প্রসূতী। প্রভু, উদ্বিগ্নের নহে এ মন্ত্রণা।

দক্ষ। রাণি, তব মতে নিতান্ত অযোগ্য আমি।
ধরা মাঝে সম্বন্ধ স্থাপনা ভার
মোরে দিয়াছেন ধাতা।
ভাব কি, মহিষি,
কন্যার সম্বন্ধে হবে মতিভ্রম মোর ?
ভাব যদি বিধাতার বাক্য হেতু,
আমি পাত্র নাহি করি স্থির,
রুচি মত' কন্যা বাছি লবে বর ;
লিপি পূর্ণ হউক আপনি,
নাহি করি প্রতিরোধ ;
কিন্তু প্রস্তরে বাঁধিয়ে কর পদ,
ফেলিব অতল জলে,—
পিতা হয়ে না পারিব।
স্বয়ম্বরে কি তব অমত ?

প্রসূতী। তব পদ বিনা সংসারে কি জানি, প্রভু ?
বাস অন্তঃপুরে কার্য্য মম তব সেবা।
প্রভুর যে মত,
অন্যমত কেমনে করিবে দাসী ?

নারি জাতি,—সদা শঙ্কা হয় মনে ;
কর, নাথ, যেবা ভাল হয়।
স্বয়ম্বরে ধাতার কি মত ?

দক্ষ। স্থধি, রাণী, তব মতামত ;
তাঁর মত পশ্চাৎ স্থধিব।
কন্যা যদি হয় দুঃখভাগী,
ভাল মন্দ তাঁরে না লাগিবে,
কাঁদিবে তোমার প্রাণ।

প্রসূতী। সকলের অধিকারী, নাথ, তুমি মম ;
মম মত অপেক্ষা কি আর ?

দক্ষ। ভাল, তব অভিমত ;
আজই করি আয়োজন।

দক্ষের প্রস্থান

প্রসূতী। মা গো নিস্তারিণি,
না জানি কি আছে তোর মনে !
মম সতীর বিবাহে
পিতা পুত্রে কেন হয় কথান্তর ?
কেন রাজা সহসা উতলা ?—
দেব দেব মহাদেব কহে লোকে ;
বিরিঞ্চির অভিমত বর।

প্রসূতীর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

তপস্বিনী আসীন।

তপ। ওরে নবীন নয়ন,
মা'র বরে হও প্রস্ফুটিত;
হের, বিস্মৃতি-কালের দ্বার
উদ্ঘাটিত সম্মুখে তোমার।
এ কি, একাকার একার্ণব!
মহান উদ্ভব কে পুরুষ তিন জন?
হের, হের,
তব ভাতি সম তরুণ তপন, হের!
ফোটে শশী;
নবীন জীবনে ঝিকি ঝিকি ঝকে তারাগণ!
দেখ, দেখ, নবীন পবন
দ্বন্দ্ব করে নীর সনে!
হের, তরঙ্গ বিশাল;
দেখ, দেখ, স্তম্ভিত লহর-মালা!
নাহি আর বিলোল লহরী,
সোপানিত ধবল কৈলাস;
হৃদাকাশে বিকাশে নবীন ছবি!

কে রে বামা হর-উরু' পরে?
ডরে না পবন চলে!
আহা, এলোকেশী—দোলে রাঙা পা দু'খানি!
আহা, রজত মৃণাল-করে
বামারে কে আদরে রে ধ'রে
কায় কায়? মুখ পানে চায়;
না ফিরে নয়ন আর!—
ছি! ছি! লজ্জাহীন কেমন সন্ন্যাসী?
উলঙ্গ, কি রঙ্গ—হের!
এ কি, ঘোর আবরণ!
রে নয়ন, আর না দেখিতে পাই।

সতীর প্রবেশ।

সতী। একাকিনী হেথা তুমি, তপস্বিনি?
শুন গো যোগিনি,
বড় মম অন্তর ব্যাকুল;
ভোলা কে গো, তাই ভাবি মনে;
সুধালে জননী উত্তর না দেন মোরে।
ভগবতি, জান যদি কহ মোরে
ভোলানাথ কেবা?

তপ। ভোলা প্রেতপতি;
পিশাচ-সংহতি
নিয়ত শ্মশানে ভ্রমে;
ব্যাপ্ত চরাচর—
ভোলা দিগম্বর,

বিভূতি-ভূষিত কায় ;
ফণী আভরণ, ধরণী শয়ন,
বলদ-বাহন ভোলা।
তার তরে কি হেতু উতলা, সতি ?

সতী। শুন, তপস্বিনি,
দেখাইতে পার কি ভোলারে ?
ভোলা কেন গো সন্ন্যাসী ?
হয় সাধ মনে,
আনি তারে, করি তারে গৃহবাসী।

তপ। নাহি জানি, কি ভাবে সন্ন্যাসী ;
দিবানিশি ভাঙ্গ-পানে নয়ন মুদিত,
কারও সনে কথা নাহি কয়,
অনশনে একা রহে বসি'।

সতী। আহা ! তাই ভোলানাথ নাম ;
ভুলে থাকে নয়ন মুদিয়ে।
শুন, তপস্বিনি,
তোমা সম পাইলে সঙ্গিনী,
যাইতাম দেখিবারে ভোলানাথে।
কালি যবে দেখিনু তোমারে,
গলা ধ'রে কাঁদিতে হইল সাধ ;
কিন্তু অঙ্গস্পর্শ মানা তব,
আছে মাত্র চরণ ছুঁইতে।

তপ। ও গো, তোরই আশে,
যোগিনীর বেশে আছি যুগযুগান্তর।

কোল দে গো ;
আর তুমি ঠেলোনা চরণে।

সতী। তপস্বিনি, মোর তরে এসেছ এখানে ?
জানিতে কি একাকিনী হেথা আমি ?
রহিবে কি হেথা চিরদিন ?

তপ। অন্য আশ নাহি কিছু মনে।

সতী। কভু অপরাধ নাহি ল'বে ?
ভালবাসি' যোগিনি, তোমারে।

তপ। নাহি র'ব, সখী না বলিলে মোরে।

সতী। সখী তুমি হবে মোর ?
সখি,
কখন না র'ব আমি তোমারে ছাড়িয়ে।
চল যাই দেখি গিয়ে কোথা ভোলানাথ।

তপ। ভোলানাথ মহেশ্বর হর,
সর্ব্বত্র বিরাজমান।

সতী। কৈ তবে, কৈ ভোলানাথ ?
ভাগ্য মানি, তুমি, তপস্বিনি,
কেমনে দেখিলে তাঁরে ?
সখি, আমি কভু না দেখিব।
মহেশ্বর দেখা কি দিবেন মোরে ?
সখি, আর না কাঁদিব ;
কেন বা কাঁদিব ?
মহেশ্বরে কোথা দেখা পাব ?
ও গো, মহেশ্বর কেন গো শ্মশান-বাসী ?

তপ। কোথা আর আছে তাঁর স্থান?
ব্রহ্মলোক, গোলোক, অমরপুরী,
বিতরি' অমরগণে,
ভূত প্রেত সনে শ্মশানে করেন বাস;
হীন জনে স্নেহ অতি তাঁর;
ভূতগণে দেন আলিঙ্গন।

সতী। সখি, আমি ভোলানাথে ভালবাসি;
তিনি ভালবাসিবেন মোরে?—
হীন জনে স্নেহ তাঁর।

তপ। এস, সখি, বিল্বমূলে বসি' দুইজনে
করি সুখে শিবগুণ-গান;
শুনি তোর স্বর কাতর অন্তর,
দিগম্বর হইবে উদয়।
পরাণ ভরিব,—
শিব দুর্গা একত্রে দেখিব,
ভুলে যাব যত দুঃখ দেছ আগে।

আশা-যোগীয়া—একতালা।

ফিরে চাও, প্রেমিক সন্ন্যাসী।
ঘুচাও ব্যথা, কও না কথা, কা'র প্রেমে হে উদাসী॥
রয়েছ মত্ত ধ্যানে; তত্ত্ব তোমার কেবা জানে?
অনুরাগী সুধাই যোগী, প্রাণ দিলে কি লও হে আসি'?

মহাদেবের আবির্ভাব।

তপ। সখি! ঐ তোর এলো দিগম্বর,—
নটবর কি মোহন কায়!

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা।

এল তোর খ্যাপা দিগম্বর, ও লো রাখিস ধ'রে।
বড় সেয়না খ্যাপা, প্রাণ চুরি ক'রে যেন যায় না স'রে॥
প্রেমে ভোলা ; প্রাণ হাতে নে না ;
আগে দিও না প্রাণ, তোরে করি মানা ;
খ্যাপা বেদনা বোঝে না লো ;
মজায় যারে, তারে কাঁদায় এম্‌নি ক'রে ॥

মহা। সতি, তোর মালা গলে মোর ;
মালা নে রে, পতি তোর আমি,
ওরে ভিখারীর অমূল্য রতন !

সতী। সখি, সখি, কোথা তুমি ?

মহা। কথা কও, কর হে করুণা,
যুগে যুগে পিপাসী, প্রেয়সি, আমি ;
প্রাণেশ্বরি, চাও, ফিরে চাও,
হৃদয় জুড়াও ;
দেখ চেয়ে, সন্ন্যাসী রে তোর তরে।

সতী। প্রভু, ভোলা তুমি, ভুল না আমারে।

মহা। ভোলা আমি তোর ধ্যানে, সতি !

(মহাদেবের অন্তর্দ্ধান।

সতী। কৈ, সই, কোথা গেল দিগম্বর ?

তপ। স্বয়ম্বরে পাবে, সতি, হরে ;
আর কভু না হবে বিচ্ছেদ।

সতী। পদ্মমুখি ! আজি হ'তে পদ্মা তোর নাম।
সখি, স্বয়ম্বর কিবা ?

প্রসূতীর প্রবেশ।

প্রসূতী। ভগবতি, প্রণমি চরণে।
সতি, মা আমার,
একাকিনী পলায়ে এসেছ হেথা ?
কোথা তোরে খুঁজিয়া না পাই।
সতী। মা, গো, কারে বলে স্বয়ম্বর ?
প্রসূতী। বিয়ে হবে তোর।
(স্বগত) স্বয়ম্বর নাহি জানে,
হেন কন্যা কেমনে হইবে স্বয়ম্বরা ;
কি ব'লে বুঝা'ব নৃপে ?
সতী। বিয়ে কি, মা ?
প্রসূতী। দেবি,
নাহি জানি কত আছে সতীর কপালে।
উন্মত্ত ভূপতি
চা'ন স্বয়ম্বরা করিবারে তনয়ারে।
কন্যা বিয়ে কিবা নাহি জানে !
মা গো, সাধ হয় যাই, মা, বসতি ত্যজি'।
আজি স্বয়ম্বর দিন ;
আসিতেছে দেবগণে।
তপ। নাহি ভাব, রাজরাণি ;
দৈবের প্রবাহে কন্যা বাছি' লবে বর।
সতি, বর তোর হবে আজি ;
সভামাঝে যা'র গলে দিবি পুষ্প মালা
সেই তোর হবে বর।

সতী। বর কি গো সখি, দিগম্বর ?

তপ। যা'র ঘরে চির দিন র'বি,
আদরে যে রাখিবে তোমারে,
মালা দি'বি তার গলে।

সতী। মালা দিব ?
দেখ, দেখ গো জননী,
মহেশ্বরে দি'ছি মালা ;
আর মালা দিব কা'র গলে ?
হর বিনে কা'র ঘরে র'ব ?

প্রসূতী। সতি, গৃহে যাও, মা আমার ;
কথা ক'ব তপস্বিনী সনে।

সতী। মা গো, ভোলা যদি ভুলে থাকে মোরে ?

প্রসূতী। দেবি, উপায় না দেখি আর।
শুন, তপস্বিনি,
যে হেতু এ স্বয়ম্বর আয়োজন ;—
কালি সভাতলে বিরিঞ্চি আইল ;
রাজারে কহিল কন্যা দিতে মহাদেবে।
কি ক'ব মা, অদৃষ্টের গুণ,—
শিবদ্বেষী মহারাজ,
কহে, মহা অনাচারী হর ;
স্বয়ম্বর ক'রে আয়োজন
বিধি-বাক্য করিতে খণ্ডন
শিবে নিমন্ত্রণ নাহি দিল দক্ষপতি।
হায় ! বিধি-লীলা কে বুঝিতে পারে ?

কন্যা মোর উন্মত্ত হরের তরে ;
বালিকা ব্যাকুলা পতি-আশে !
মা গো, কাঁপে কায় তনয়ার দশা ভাবি' ।
রাজা যদি শোনে—হর বর চাহে সতী,
সতী সনে তখনি পাঠাবে বনে !
যদি পতি-পদে থাকে মোর মতি,
মোর গর্ব্বে সতী—
মহেশ্বর বিনে,
বর-মাল্য নাহি দিবে অন্যজনে ;
ক্রোধে রাজা সতীরে ত্যজিবে !

(সতীর মূর্চ্ছা)

একি ! একি ! সতি ! সতি !
তপস্বিনি, দেখ গো কি হলো !

তপ। উঠ সতি ! ডাকে তোর দিগম্বর।

সতী। কোথা হর ? মা গো,
গিয়েছিনু—গিয়েছিনু তনু ত্যজি'
ধবল শিখর ; শিব-নিন্দা নাহি তথা।

প্রসূতী। দেবি, কি আছে অদৃষ্টে মোর ?

তপ। সকলই হইবে শুভ ভেব না মহিষি !
ভেব না কন্যার তরে ;
গৃহে চল কন্যা সাজাইতে।

প্রসূতী। দেবি, আশ্বাসে তোমার বাঁধি প্রাণ ;
পুণ্যবলে পেয়েছি তোমার দেখা।

তপ।　এস, সখি ; আজি স্বয়ম্বর দিন—
আজি পা'বি দিগম্বরে।

সতী ও পদ্মিনীর প্রস্থান।

প্রসূতী।　সখী ? কে এ তপস্বিনী ?
ভৃগুপত্নী কহিল অশেষ গুণ।
হেরি' ছবি স্নিগ্ধ হয় প্রাণ,
কথা সুধা করে বিতরণ।
শুনিয়াছি, সতীর বিবাহে
মায়া আসিবেন ভবে ;
এই কি সে মহামায়া তপস্বিনী-বেশে ?
অকস্মাৎ কোথা হ'তে এল বামা ?
হায় ! শুভ হয়, তবে বুঝে মন।

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্বয়ম্বর সভা।

ব্রহ্মা, নারদ, দক্ষ, মন্ত্রী ও দেবগণ আসীন।

নার।　সতী নামে রাজার কনিষ্ঠা সুতা
স্বয়ম্বরা হবে আজি ;
বর-মাল্য যা'র গলে দিবে,
কন্যা তারে অর্পিবেন দক্ষরাজ।
সাক্ষ্য হও, হে দেবসমাজ,
নিজ পতি বাছি' লবে সতী।

দক্ষ। শুন, শুন, সভাস্থ সকলে,
কন্যা মম অতুলনা ধরামাঝে ;
যা'র গলে বর-মাল্য দিবে,
জামাতা সে হ'বে মোর।
হের, হেমাঙ্গিনী চম্পকবরণী,
সভামাঝে নন্দিনী আসি'ছে।

ব্রহ্মা। দেখ চেয়ে, দেখ দেবগণে,
কি রূপে মা ক্ষীরোদবাসিনী
শিব-সীমন্তিনী বিরাজেন দক্ষপুরে !

সতীর প্রবেশ।

দেখ, দেখ রে নয়ন ভরি',
কৃপাময়ী করুণা বিস্তারি'
আধ হাসি' আদরে সন্তানে !
হের, মহামায়া সদয়া আপনি ;—
অবনী রাখিতে, শিবে বিমোহিতে,
জীবে দিতে পরিত্রাণ,
দেহ-পাশে বদ্ধ সনাতনী !
স্বয়ম্বরে ডাক রে "মা" ব'লে।

সকলে। জয় জয় জগতজননী !

দক্ষ। আজি দক্ষপুরে স্বপনের অধিকার !—
বিরিঞ্চির বুঝহ বিচার।
এ কি, দেবগণ জ্ঞানহত !
দুগ্ধের কুমারী,—
"মা" ব'লে ডাকিছে তিনলোক !

পদ্মযোনি, সত্য মায়া উদয় সংসারে ;
নহে,
কি প্রভাবে ভুলাইলে এ দেবমণ্ডলে ?
বুঝিয়াছি বাসনা তোমার,—
লিপি পূর্ণ করিবে কৌশলে।
ভুলাইতে ছলে এ দেবমণ্ডলে,
কহ কন্যা "ক্ষীরোদবাসিনী"।
সত্য মানি' তব বাণী—
তিনলোক জননী কহিছে ;
কিন্তু তব না পূরিবে মনস্কাম—
নিমন্ত্রণ নাহি দি'ছি হরে ;
জেনো স্থির, শিব হেতু নহে কন্যা মোর।
শুন পুনঃ সভাস্থ সকলে,—
যা'র গলে তনয়া অর্পিবে হার,
হোক্ হীন, হোক নীচাচার,
কদাকার কিম্বা হীন জাতি কিবা,
তারে কন্যা করিব অর্পণ।
কে জননী ক্ষীরোদবাসিনী ?
দেখ চেয়ে দুহিতা আমার ;
বিরিঞ্চির বোলে
মাতৃভাব উদয় যাহার,
স্বয়ম্বরে তার নাহি প্রয়োজন।
সতি, মা আমার, কর মাল্যদান,
যা'রে তোর লয় প্রাণ ;

নাহি ভয়, যে হয় সে হয়,
আদরে রাখিব দক্ষপুরে।

সতী। পিতা, কোথা তুমি ?
হের,
হেরি শূন্য সব
বিনা ভোলানাথ মোর !
কোথা হর—কোথা দিগম্বর ?
বর-মাল্য পর গলে ;
কৃপা কর প্রমথ-ঈশ্বর,
পনঃ হার ধর গলে ;
বিল্বমূলে দিয়েছি একবার,
ধর হার, লহ হৃদয় আমার ;
কোথা ভুলে আছ, ভোলানাথ ?
মালা ধর, হর প্রাণেশ্বর !

(মাল্যদান ও মালার শূন্যে অন্তর্দ্ধান)

দক্ষ। নহে দিবা, নিশ্চয় রজনী !
বারিপাত্র দেহ মোরে।
দেখ চেয়ে, দক্ষপুরে পিশাচ নামি'ছে !

(মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া প্রমথগণের প্রবেশ।)

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

বাবা সঙ্গে খেলে ; মা নেবে কোলে ;
আয় সবাই মিলে, ডাকি "জয় মা" ব'লে ॥
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগলী মেয়ে,
কত রাঙ্গা, ওরে দেখ রে চেয়ে ;

দক্ষ। হর বর তার শুনিতেছি কুষ্যদিন ※ **স্বয়ম্বর সভা** । ※ ব্রহ্মা। প্রত্যক্ষ দেখিছ, তত্ত্ব ॥
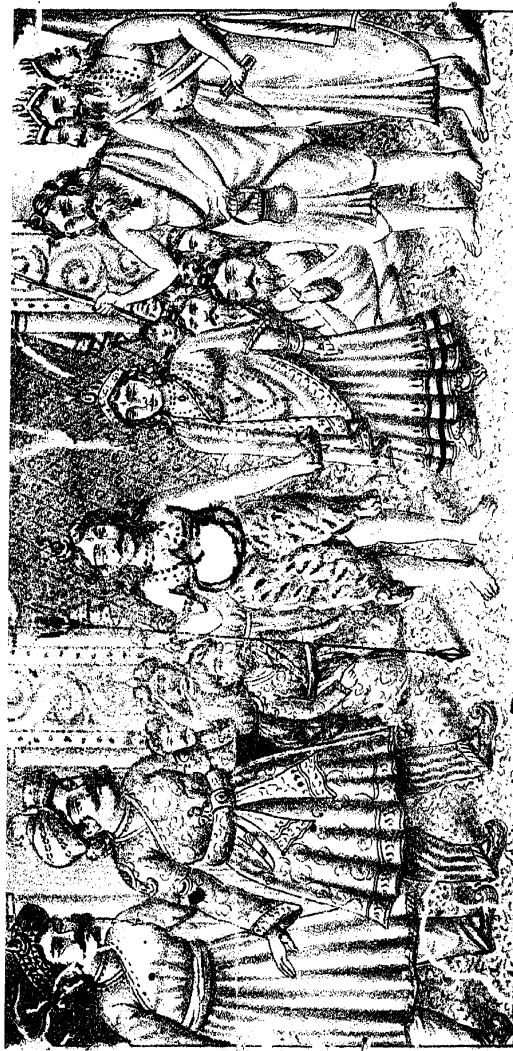
ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
মা পেয়েছি রে, আমরা মায়ের ছেলে ॥

মহা। সতি, সতি, পর এ ধুতূরা-হার।

ব্রহ্মা। পুলকে দেখ রে তিনলোক,
শিব-শক্তি ধরামাঝে!
হবে ভবে প্রজার রক্ষণ ;
হৈমবতী আপনি জননী-রূপে।

দক্ষ। লিপি পূর্ণ হইল, ধাতা, তব।
ভাল হ'ল, মিটিল জঞ্জাল ;—
প্রজা রক্ষা হবে ভবে
আপনি কহিলে।
এবে দক্ষপুরে কার্য্য বাকি কিবা ?

ব্রহ্মা। বৎস, তব ভাগ্য বর্ণনা না হয়,—
আছ তুমি মায়া-বলে বিস্মৃত সকলি।
মহামায়া কন্যা রূপে ঘরে,—
তপ-ফলে পাইলে কুমারী,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী ;
মায়ার বন্ধন বিনা সৃষ্টি নাহি রয়,
তাই মাতা উদয় তোমার গৃহে।

দক্ষ। হর বর তাঁরি শুনিতেছি কয় দিন।

ব্রহ্মা। প্রত্যক্ষ দেখিছ, তাত!

দক্ষ। ধাতা, সঙ্ঘটন সকলি তোমার ;
কিন্তু তব কার্য্যে
স্বার্থশূন্য দক্ষ প্রজাপতি,

প্রচার হইবে ভবে,—
ধাতা, আজি হ'তে মমতা করিনু ছেদ।
হে সচিব,
সম্প্রদান-আয়োজন করহ সত্বর,
পণে বদ্ধ সভামাঝে আমি।

(প্রমথগণের গীত)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আয়, জবা আনি, নৈলে কি দিব পায় ?
সোণা সাজে না রে, মা'র রাঙ্গা গায়।
রে—বাবার যেমন, তেম্‌নি মায়ের চরণ,
তেম্‌নি রাঙ্গা, তেমনি মনের মতন ;
আয় রে "মা" ব'লে চরণে লুটাবি আয়॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

দক্ষ ও প্রসূতী।

দক্ষ। রাণি,
আজি হ'তে সতী নামে কন্যা নাহি তব ;
কৈলাস-শিখরে নাহিক তনয়া আর—
তথা মাত্র শত্রুর আবাস।
হা ধিক্,
হেন অপমান ছার দুহিতার হেতু।

প্রসূতী। মহারাজ, অবলারে করহ মার্জ্জনা ;
এ দারুণ শেল হৃদে কেন হান, প্রভু ?
সতী মম অন্তরের সার।

দক্ষ। যদি প্রভু তব,
আজ্ঞা মম নাহি কর হেলা ;—
দক্ষগৃহে
সতী নাম কেহ নাহি করে আর।

প্রসূতী। নাথ, সতী অতি দুঃখিনী আমার,
কেন তারে হও বাম ?

দক্ষ। ইচ্ছা মম।
কেন ? কেন বাম,

জিজ্ঞাসিতে কে দিয়েছে অধিকার, রাণি ?
আমি—স্বামী, রাজা ; মান্য মম।

প্রসূতী। প্রভু, প্রভু, ব'ধ না দাসীরে।

দক্ষ। রাণি, আছে কি স্মরণ,
গর্ভে ধ'রে সতীরে তোমার
করেছিলে কত ভান ?
নিত্য তুমি দেখিতে স্বপনে,
দেবগণে পূজে তব গর্ভস্থ কুমারী !
পরিচয় তা'রি
দেবসভা-মাঝে বিদ্যমান !
ছি, ছি, ভাঙ্গড়ে করিল অপমান !

(দক্ষের প্রস্থান)

প্রসূতী। হা সতি ! হা মা আমার !
মা গো, তুমি জনম-দুঃখিনী।
ও মা, মা আমার,—
আহা ! আহা ! কি হ'ল—কি হ'ল ? (মূর্চ্ছা)

(সতীছায়ার আবির্ভাব)

সতীছায়া। কেন কাঁদ, মা আমার ?
নাহি ত দুঃখিনী আমি ;—রাজরাজেশ্বরী।

(অদৃশ্য হওন)

প্রসূতী। মা, মা, কোথা যাও ?
একি স্বপ্ন ?
হা দগ্ধ হৃদয় !
হা সতী মা আমার !

ও মা, মা'র প্রাণে নাহি সহে আর।
দেখা দে মা জনম-দুঃখিনী।
আহা, মহারাজ,
কেন হেন হইলে নির্দ্দয় ?
যাই পুনঃ;
কাঁদিব পতির পদে মিনতি করিয়ে।
ও মা! সতী বিনে কেমনে জীবিত র'ব!

তপস্বিনীর প্রবেশ।

দেবি, প্রণমি চরণে তব।
ওগো, সর্ব্বনাশ মম,—
রাজা কহে সতীরে ভুলিতে!
ওগো, কঠিন নৃপতি!
বিবাহের দিনে বিদায় দিয়েছি মাকে!
গলা ধ'রে কাঁদিতে কাঁদিতে;
গেছে বাছা কৈলাস-শিখরে।
ওগো, আনিব আবার বলে বার বার
ভুলায়েছি সতীরে আমার;
সে সতীরে কেমনে গো ভুলে র'ব?

তপ। রাণি, ঘটিতেছে মতিভ্রম মম;—
আচম্বিতে কেন জ্বলে নির্ব্বাণ অনল?

প্রসূতী। ওগো, ভাল মন্দ নাহি জানে ভোলা;—
ভাল মন্দ বলিল কি দক্ষরাজে,
ক্রোধে রাজা চাহে তনয়া করিতে ত্যাগ!
ও মা, মা'র প্রাণে কত সহে?

সতী চির দুঃখিনী আমার!
ভগবতি, সাধি গো চরণে তব,—
চল দোঁহে যাই রাজার সদনে;
দোঁহে মিলি বুঝাইব।

তপ। রাণি, না হও উতলা;
প্রের চেড়ী কৈলাস সদনে
আনিতে সতীরে তব।

প্রসূতী। কি কব গো ভগবতি?
দক্ষপতি ত্যজিবে আমারে
যদি সতী নাম আনি মুখে!
সতীরে কেমনে গো আনি পুরে?

তপ। শুন, রাণি সতী বিনা উপায় না হবে।
কহি শুন, দেখেছি যা ধ্যানযোগে;—
যেন মহাযোগে মত্ত মহেশ্বর;
দেব নর, সভয় অন্তর,
করে স্তুতি চৌদিকে ঘেরিয়ে সবে;
যেন মহা প্রলয় উদয়;
কোলাহলে বেতাল ভৈরব নাচে;
সতী এলোকেশী,
উন্মাদিনী হাড় মালা গলে,—
শিব শিব মহা রব মুখে;
ধায় মহাপ্লাবন গর্জ্জিয়ে
ক্ষীরোদ সাগর হ'তে!—
শঙ্কায় সিহরি'

ধ্যান ভঙ্গ হইল মোর।
প্রজাক্ষয় লক্ষণ এ সব।
হের যোগাযোগ ;—
প্রজাপতি হইল পুনঃ মহেশ-বিরোধী ;
তাই কহি সতীরে আনিতে।

প্রসূতী। ভগবতি,
মুগ্ধপ্রায় বুঝিতে না পারি কিছু।
কি কহিলে? উন্মাদিনী সতী আমার?
ওগো, মা'র প্রাণে কত সহে?

তপ। রাণি, প্রের শীঘ্র সতীরে আনিতে।

প্রসূতী। দেবি, পতি-আজ্ঞা নাহি মম ;
স্বেচ্ছাচারী কেমনে হইব?
তাই করি মিনতি চরণে,
দোঁহে মিলি বুঝাইব মহারাজে।

তপ। সন্দ' মনে হয় সবিশেষ,
আছে কোন নিগূঢ় কারণ ;
নহে, অকস্মাৎ
উদ্দীপন দ্বেষ কিবা হেতু?

ভৃগুপত্নীর প্রবেশ।

ভৃগু-পত্নী। ভাল হ'ল ; তপস্বিনী দেবী হেথা?
রাণি, ভেবে মম অন্তর আকুল—
হুলস্থুল হইল আজি যজ্ঞস্থলে,
শিব সনে বিবাদ করিল দক্ষরাজ।

প্রসূতী। কেন, কেন? কি হইল, সখি?

ভৃগু-পত্নী। অঙ্গিরা ক্রিয়া মুনি বৃহস্পতি সনে,
কৈল যজ্ঞ-আরম্ভন,
দেবগণে আইল মিলি' যজ্ঞভাগ-হেতু ;—
প্রজাবৃদ্ধি যজ্ঞের কল্পনা।
হেনকালে আইল দক্ষরাজ ;
দেবের সমাজ সম্ভ্রমে নমিল সবে—
মহাদেব প্রণাম না দিল।

প্রসূতী। বুঝি অন্যমনে ছিল বাছা মম ?—
ভোলা মন ভোলানাথ।

তপ। রাণি, অন্যমন নহে ভোলানাথ ;
ত্রিভুবনে হেন শক্তি কা'র
মহারুদ্র নমস্কার সহে ?

প্রসূতী। তা'র পর ?

ভৃগু-পত্নী। দক্ষরাজ ক্রোধে গালি দিল শিবে ;
শিব গেল কৈলাস-আলয়ে ;
নন্দী কটু কহিল রাজায় ;
রোষে রাজা ত্যজিল সে সভাতল।

প্রসূতী। বুঝিলাম দৈব বিড়ম্বনা।
হা সতি ! হা মা আমার !
চাঁদমুখ আর কি দেখিব তোর ?

ভৃগু-পত্নী। রাণি, না হও উতলা ;
বুঝাও রাজায়,
বিবাদ না করে শিব সনে।

প্রসূতী। কি বুঝাব আর ?

নাহি জান দক্ষরাজে, সখি ;
কোন কথা না মানিবে।
হায়, না জানি গো কি আছে কপালে!

ভৃগু-পত্নী। বার্ত্তা দিতে ভয় বাসি, রাণি ;
নন্দী দেছে অভিশাপ
ছাগমুণ্ড হবে বলি' ;
অলঙ্ঘ্য সে শৈবের বচন—
কহিল আমারে মুনি ;
শিবপূজা উপায় কেবল।

প্রসূতী। হা সতি! হা সতি, মা আমার!
হা বিধাতা! এত লিখেছিলে ভালে?
অবলায় অকূল সলিলে ভাসাইলে!

তপ। তাই কহি, রাণি,
সতী-বিনে উপায় না দেখি।

প্রসূতী। মা গো, আমি দাসী ভূপতির ;
স্বামীবাক্য কেমনে করিব হেলা?
যদি তাহে দোষী হই পায়?

ভৃগু-পত্নী। কন্যারে আনিবে—তাহে কিবা দোষ, রাণি?

প্রসূতী। সখি, ভেঙ্গেছে কপাল ;—
অভিমানে তনয়ারে ত্যজেছেন রাজা ;
সতী নাম দক্ষালয়ে নিতে মানা!

ভৃগু-পত্নী। ভাল,
চল যাই তিন জনে বুঝাই রাজায়।

প্রসূতী। একে আর হবে তায় ;

অপমান রাজা না ভুলিবে।
কালি প্রাতে পাঠাইয়া দেহ মুনিবরে;
পুরোহিত তিনি,—
করিব বিধান উপদেশমত তাঁর।

ভৃগু-পত্নী। সাধ্যাতীত তাঁর, বলেছেন মুনি মোরে।

প্রসূতী। হায়, দেবি, কি উপায় করি তবে?

ভৃপ। শিবপূজা উপায় কেবল;
চল, বিল্বমূলে শিবপূজা করি গিয়ে।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

মন্ত্রী ও দক্ষ।

দক্ষ। হেন অপমান ছার তনয়ার হেতু—
স্বপনে না ছিল জ্ঞান!
করী-পদে অর্পিলাম সুবর্ণ চম্পক!
নাহি জানি কি মোহিনী জানে সে ভাঙ্গড়,—
কন্যা মম বশ তার!
হা ধিক্ মোরে,—
সভামাঝে নন্দী কহে কুবচন!
আহা,
কি সুখ্যাতি মম রটিয়াছে ত্রিভুবনে,—

ভূতনাথ জামাতা আমার !
এত অহঙ্কার ?
কোন গুণে দেবদেব নাম ?
ভাল, দিব প্রতিফল।

মন্ত্রী। দক্ষরাজ ! শিব সহ দ্বন্দ্বে নাহি ফল।

দক্ষ। যাচি নাই মন্ত্রণা তোমার ;
আজ্ঞা মম করহ পালন ;—
মহাযজ্ঞ আয়োজন করহ সত্বর ;
ত্রিভুবনে হেন প্রথা করিব স্থাপন,
যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পুনঃ নাহি পায় শিব ;
শিবহীন যজ্ঞ হবে ভবে।

গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ।

বেহাগ—চৌতাল।

মদনমোহন মুরলীধারী মুরহর রমারঞ্জন।
বঙ্কিম বনমালী শ্যাম নববারিদ-গঞ্জন ॥
পঙ্কজ আঁখি পীতাম্বর, নটবর কিবা চিকুর চাঁচর ;
দীনবন্ধু প্রেমসিন্ধু চিন্ময় ভয়ভঞ্জন।

মন্ত্রী। বুঝি আসিতেছে দেবর্ষি নারদ ?

নারদের প্রবেশ।

নার। মহারাজ, কিবা আজ্ঞা তব ?

দক্ষ। স্বচক্ষে দেখেছ তুমি ভার্গবের গৃহে
তিনলোক করিল প্রণাম,
অহঙ্কারে শিব না নমিল ;
হেয় নন্দী—সেও কটু কহিল আমারে ;—

বুঝিতে না পারি, এত দর্প কিসে তার।
মাদক সেবায় ঢুলু ঢুলু আঁখি সদা,—
কোন্ কার্য্যে অধিকার তার ?
কেন তারে পূজা দেয় লোকে ?

নার। মহারাজ,
ক্ষমুন সকলি তনয়ার মুখ চাহি'।

দক্ষ। তনয়া আমার ?
মতিভ্রম হ'তেছে তোমার ;—
বিরিঞ্চির ছলে শ্মশানে দিয়েছি ডালি।
শুন যেবা মনন আমার ;—
এবে প্রজাপতি আমি ব্রহ্মার কৃপায়,—
যজ্ঞ আরম্ভিব ত্বরা প্রজাবৃদ্ধি হেতু ;
যজ্ঞভাগ শিবে নাহি দিব।

মন্ত্রী। ঋষিরাজ, এ কথা কি মন্ত্রণাসঙ্গত ?

দক্ষ। মন্ত্রি, ইচ্ছা মম শুনিতে মন্ত্রণা তব ;—
যাব কি কুঠার-গলে কৈলাস আলয়ে,
প্রণমিতে জামাতার পায় ?
কিবা,
নন্দী-পদতলে লুটাইতে যুক্তি তব ?

মন্ত্রী। মহারাজ, হিত কথা কহে মন্ত্রীগণে।

দক্ষ। হিতাহিত চিন্তা নহে তব ভার ;
প্রজাপতি আমি,—
স্বেচ্ছা মম, মম যজ্ঞে শিবে না কহিব ;
যজ্ঞস্থলে পিশাচের সমাগম

যদি নাহি রুচি হয় মোর,
কিবা চিন্তা তাহে তব ?
যদি ঘটে থাকে পৈশাচিক মতি,
নাহি সাধি মন্ত্রিবর ;
যাও তুমি কৈলাস ভবনে,
কিম্বা অন্য যথা অভিরুচি ;
শিবনাম যে আনিবে মুখে,
দক্ষালয়ে নাহি স্থান তার ।

মন্ত্রী । প্রভু,
মার্জ্জনা করুন দোষ কিঙ্কর ভাবিয়া ।

দক্ষ । এত চিন্তা কেন, মন্ত্রি, তব ?

মন্ত্রী । মহারাজ, ব্রহ্মা আদি দেবগণে
দেবদেব নাম দিল যাঁর,—
শিব মঙ্গল-আলয়
প্রচার ভুবনময় ।
যজ্ঞ তব প্রজা-স্থাপনের হেতু,
অশিব স্থাপনা নাহি হয় ।

দক্ষ । মন্ত্রি, যথা জ্ঞান মন্ত্রণা তোমার ;—
কার্য্যফল কে করে লঙ্ঘন ?
যজ্ঞফলে প্রজাবৃদ্ধি অবশ্য হইবে
হেন মনে লয় কি তোমার,
শিব আসি' হবে বিঘ্নকারী ?
তিনলোকে হেন শক্তি কেবা ধরে
কার্য্যে বিঘ্ন করে মোর ?

মন্ত্রি, শঙ্কা নাহি ভাব মনে ;
ব্রহ্মার বচনে প্রজাপতি আমি ;—
তিনলোক প্রজা মম ;
সম্মান-বিভাগ
কে করিবে আমি না করিলে ;
স্বেচ্ছাচার শিবপূজা
নাহি হবে লোকে আর ;
হীন—অতি হীন
চিরদিন উচ্চ পদে না রহিবে।
যাও, আজ্ঞামত কর গিয়া আয়োজন।

মন্ত্রীর প্রস্থান।

হে দেবর্ষি, পাণ্ডু গণ্ড কেন তব ?

নার। ভাবিতেছি মহাযজ্ঞ-সমারোহ।

দক্ষ। মহাকার্য্য বিনা মহাফল না সম্ভবে।

নার। মহারাজ,
যজ্ঞস্থলে মহাদেব কেবা হবে ?

দক্ষ। না রাখিব মহাদেব নাম ;
শুন যেবা বাসনা আমার ;—
যে নিয়মে চলিছে সংসার,
সে নিয়ম না রাখিব আর ;
অন্য প্রথা করিব প্রচার।
সৃষ্টি, স্থিতি,
সংহারের নাহি প্রয়োজন।
প্রাচীন নিয়ম—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ;

লয় কর্ত্তা মহাদেব,
তাই মূঢ় মন্ত্রী এত ডরে তারে।
মম প্রথামতে
সংহারের নাহি হবে প্রয়োজন;
অনন্ত এ স্থান,—
রহিবে অনন্ত প্রাণী সুখে।
ভার তব, দেবর্ষি নারদ,—
ত্রিভুবনে দেহ সমাচার,
আজি হ'তে পক্ষান্তরে যজ্ঞ আরম্ভিব;
না যাও কৈলাসপুরী।

নার। শিবহীন যজ্ঞকথা কহিব সকলে?

দক্ষ। অবশ্য কহিবে।
দুর্ম্মতিবশতঃ যেবা যজ্ঞে না আসিবে,
স্থান তার শিবপুরে;
প্রেতপুরে রবে চিরদিন।

নার। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মম;
বিদায় এক্ষণে আমি।

নারদের প্রস্থান।

দক্ষ। ভাল, কি দুর্ম্মতি ঘটিল ধাতার?
কেন এই সংহার-নিয়ম?
সংহারের প্রয়োজন,
হেন সংস্কার কি হেতু জন্মিল?
যেই সংহারের অধিকারী,
শিব নাম তার!

মৃত্যু হ'তে অশিব কি ভবে ?
শিবের শিবত্ব লব।
হায়,
কন্যার বৈধব্য নাহি সম্ভবে কথন,—
বিষপানে পাইল পরিত্রাণ!
ওহো! অপমানে দহে প্রাণ।

ব্রহ্মা ও নারদের প্রবেশ।

পিতা, কি কার্য্যে পবিত্র দক্ষপুরী ?—
ঋষিবর,
দেখি, ব্রহ্মলোকে দেছ সমাচার,
অন্য কার্য্য আছে বহুতর ;—
কি কারণ পুনঃ আগমন ?

ব্রহ্মা। বৎস, নারদে ফিরানু আমি ;
রাখ বাক্য,
শিব সহ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।

দক্ষ। পিতা,
যোগ্য যেই, দ্বন্দ্ব করি তার সনে।
প্রজার শাসন রাজার অবশ্যক্রিয়া ;
প্রজাপতি মান্য চিরদিন,
প্রাচীন নিয়ম তব ;
সে নিয়ম করিব পালন।

ব্রহ্মা। বৎস, ধরহ বচন,
ত্যজ অভিমান ;
মহারুদ্রে নাহি কর অবহেলা।

রুদ্রদেব প্রণাম করিলে
মুণ্ড তব না রহিত।

দক্ষ। বুঝিলাম
প্রজাবৃদ্ধি নহে তব অভিমত ;
কিম্বা, বিধি,
নাহি জান সন্তানের তপোবল ;
হ'লে প্রয়োজন,
অগণন পঞ্চানন সৃজিবারে পারি ;
কিন্তু মম মতে সংহারে কি কায ?
সৃষ্টি, স্থিতি, অহং-জ্ঞানে উন্নতি সাধন।

ব্রহ্মা। লয় নিবারণ ?
হেন যুক্তি কে দিল তোমারে ?
লয় বিনা উন্নতি না হয় ;
অধোগতি উন্নতি বিহনে ;—
অমঙ্গল ফল তার।
শুন পূর্ব্বের কাহিনী ;—
ক্ষীরোদবাসিনী প্রসবিল তিন জনে,—
আমি, বিষ্ণু, হর ;
"তপ, তপ, তপ," হইল আকাশবাণী ;
তিন জনে
মুদিত নয়নে বসিলাম ধ্যানে ;
মহার্ণবে ভেসে এল শবদেহ ;—
পূতিগন্ধে বিষ্ণু পলাইল ;।
চতুর্ম্মুখ হইল আমার

চারি দিকে ফিরাতে বদন
গন্ধ নিবারণ হেতু,
অবিকার পঞ্চানন ধরিল শবেরে ;
মহাশক্তি শব-বেশে,—
করিল আসন তায় ;
অকস্মাৎ শূন্যে হইল মহাদেব নাম।
জগত-গুরু মহাদেব ;
সনাতন পুরুষ প্রধান,
স্বেচ্ছায় প্রকৃতি যাহে দিল আলিঙ্গন।

দক্ষ। যোগ্য যদি নহি, পিতা, প্রজার বর্দ্ধনে,
কেন দিলে প্রজাপতি নাম ?
এবে প্রজাবৃদ্ধি ভার মম।
শিব সনে দ্বন্দ্ব নাহি করি ;
অন্য যোনি ভেদাভেদ প্রেতযোনি সনে—
এই মাত্র বাসনা আমার।

ব্রহ্মা। হর, হর, হর ! প্রেতযোনি মহাদেব ?

দক্ষ। পিতা, নহে এ নিভৃত স্থান ;
শিবপূজা যোগ্য স্থান নয়।

ব্রহ্মা। শিবদ্বেষে হবে সর্ব্বনাশ।
ধর উপদেশ,
বিহিত করহ ত্বরা ;
চিন্ত মনে—মহারুদ্র বৈরী তব,
মহাশক্তি বিরূপ তোমার।
ধ্যানচক্ষে নেহার কারণ-বারি ;—

জ্বলে বহ্নি মহার্ণব মাঝে,
লয়কালে জ্বলে এ বাড়বানল!

দক্ষ। জড় প্রকৃতির ডর
তব বিধিমতে, ধাতা!
তব প্রথামতে ভাঙ্গড়ে দেবত্ব দান!
উচ্চ বিধি, আপন সম্মান,
পরীক্ষিতে আছে সাধ,
যাহে সদাচার পাইবে সম্মান,—
স্বেচ্ছাচার রবে হীন।
জড়-কারণ-সলিলে বহ্নি জ্বলে,—
ভয় কিবা তাহে, চতুর্ম্মুখ?
জড় চেতন-অধীন চিরদিন।
তপোবলে অনল জ্বালিব,
যাহে হবে লয় কারণ-সলিল।—
কেন মুখ বিবর্ণ তোমার, ঋষি?
যদি শঙ্কা হয় নিমন্ত্রণ দিতে,
অন্য জনে অর্পিব সে ভার।

নার। না, না; ভাবি,
মহানল প্রজ্বলিত হবে তপোবলে।

ব্রহ্মা। বৎস, রুদ্র-কোপে সর্ব্বনাশ হয়।

দক্ষ। নিশ্চয় সে জ্ঞান না জন্মিবে হৃদে, ধাতা!

ব্রহ্মা। রক্ষা কর বাক্য মম।

দক্ষ। জামাতা আমার
নমস্কার না করিবে মোরে,—

দণ্ড যদি নাহি দিই তার,
কালি পত্নী নাহি মানিবে বচন।
ভাবিছ হুতাশ, কারণে অনল হেরি' ;—
ভেবে দেখ মনে, সৃষ্টি হবে ছার খার
প্রভুত্ব হারালে স্বামী।
বহ্নি কারণ-সলিলে ;
বজ্র পুরন্দর-অস্ত্রাগারে ;
চক্র বিষ্ণু-করে ;—
তাহে কি ডরায়, পিতা, অহং-জ্ঞানী জনে ?

ব্রহ্মা। অহঙ্কার কর তুমি যেই শক্তি-বলে,
সেই শক্তি দুহিতা তোমার ;
তনুত্যাগে মহাশক্তি যাবে তোরে ছাড়ি ;—
শিবনিন্দা শক্তি নাহি সয়।

দক্ষ। মহাশক্তি আমার অঙ্গজা ?

ব্রহ্মা। শুন তত্ত্বকথা ;
মিলি' তিন জনে
কত তপোবলে তুষ্টা হইল মহাদেবী,
তাই সতীরূপে আইল ধরণীতল ;
নহে, সৃষ্টি না হ'ত স্থাপন।
দেখিয়াছি বার বার করিয়া কল্পনা,
শিব-শক্তি-সম্মিলন বিনা
সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়।

দক্ষ। ভাল, বিধি, কন্যারে করিব পূজা ?

ব্রহ্মা। সবাকার পূজ্য কন্যা তব।

দক্ষ। প্রভু, অপরাধ করুন মার্জ্জনা ;—
যজ্ঞকার্য্যে রয়েছি ব্যাপৃত,
কন্যাপূজা বিধি ল'ব পরে।—
যাও, আজ্ঞা পাল, ঋষিরাজ।—
ভগবান,
আমা হ'তে শিবপূজা নাহি হবে ;
ভাঙ্গড়ের অপমান নাহি সব।
ধিক, প্রমথ কহিল কুবচন !

দক্ষের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। মাতা ক্ষীরোদবাসিনি,
না জানি গো কিবা মনে আছে তোর !
প্রকৃতিসন্তান,
সৃষ্টিভার সম্ভবে কি তার ?
মা গো, সদয়া হইয়ে
দেহ ধরি' আপনি এসেছ, সতি';
শক্তিরূপা, হতেছি চঞ্চল ;
অশিব লক্ষণ
হেরি, মাতা, চারি দিকে ;
কি শক্তি আমার—ক্ষুদ্র চতুর্ম্মুখ আমি ?
প্রবল ঘটনা-স্রোত করিব বারণ ?
মম বিধি অতিক্রমি' ধায় ;
উপায়, মা, করুণা তোমার।

দৈববাণী। বৎস ! সতীদেহ-ত্যাগ-প্রয়োজন।
সতীত্ব বিহনে

ধরাধামে না হবে আনন্দলীলা।
মম তনুত্যাগে সতীত্ব শিখিবে নারী ;—
প্রেমডুরী সৃষ্টির বন্ধন।

নারদ। ভগবান্, কিবা আজ্ঞা মম প্রতি ?

ব্রহ্মা। শুনিলে আকাশবাণী,
কারণ-সলিল-স্রোতে ভাসে ;—
দক্ষআজ্ঞা করহ পালন।
ধন্য নন্দী, ধন্য শিবদূত,
অলঙ্ঘ্য বচন তব ;—
ছাগমুণ্ড দক্ষের নিশ্চয় !

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

তপস্বিনী, রাণী ও ভৃগুপত্নী আসীনা।

প্রসূতী। গীত।

সাহানা-বাহার—ঝৎ।

ওহে হর, বাঘাম্বর, কৃপা কর অবলায়।
আকুলা অকুলমাঝে ; রাখ, ভোলা, রাঙ্গা পায় ॥
না জানি এ বিসম্বাদে, ফেলিবে কি পরমাদে ;
[illegible] কাঁদে—
শঙ্কর, শঙ্কটে তার, অঙ্গনা আশ্রয় চায় ॥

তপ। রাণি, দু'টী শিবপূজা বাকি আর ;
পূজা-অন্তে
সদাশিব অবশ্য উদয় হবে,—
বর লবে পতির কল্যাণে ;
এক মনে পুনঃ কর, পূজা।

প্রসূতী। মা গো, নাচে দক্ষিণ নয়ন !

তপ। নাহি ভয় ;
শতঅষ্ট শিবপূজা-ফলে
কোন বিঘ্ন নাহি হবে ;
পূজা কর একমনে।

দক্ষের প্রবেশ।

দক্ষ। (স্বগত) দৈব—দৈব ! কাপুরুষ দৈবের অধীন ;
যোগবলে দৈব করি জয়।
সতী মৃতকন্যা মোর ;—
সতী হারাইব
পদ্মযোনি দেখাইল ভয় ;
সে মমতা করেছি ছেদন।
অপমান অঙ্গজা হইতে,—
অঙ্গক্লেদ সতী মম ;
বিরিঞ্চির জন্মিয়াছে মতিভ্রম ;—
আদ্যাশক্তি ভাঙ্গড়ের ঘরে !
পল মম বহে যুগ সম
যতদিন শিব-অপমান নাহি করি।

প্রসূতী। গীত।

বেহাগ-বারোঁয়া—একতালা।

নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে,
বব বম বব বম গালে বাজে।
রজত ভূধর নিন্দি কলেবর ;
শশাঙ্ক সুন্দর ভালে সাজে॥
প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল,
ফণী ফন্নফণা জাহ্নবী কলকল।
জটা-জলদজালমাঝে॥

দক্ষ। এ কি, শিবপূজা মম গৃহে!
ইন্দ্রিয় কি স্বকর্ম্ম ভুলেছে আজি?
এ কি, রাণি, স্বচক্ষে যা দেখি?

তপ। দেবি, সর্ব্বনাশ!—মহারাজ!

দক্ষ। রাণি, তিনলোকে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার?

তপ। মহারাজ!—

দক্ষ। তপস্বিনি, রাজগৃহ নহে তব স্থান।
এ কি, পুরোহিত-জায়া!
রাণি, শিবমন্ত্রে দীক্ষা কত দিন?

প্রসূতী। প্রভু, স্বামীর কল্যাণ
প্রাণপণে নারী যাচে।

দক্ষ। তাই
প্রাণপণে যাচিতেছ পতি-অপমান!

প্রসূতী। অপরাধ, মা কর, প্রভু!

দক্ষ। ক্ষমা? সাধ্যাতীত মম।

যজ্ঞ-কার্য্য সস্ত্রীক উচিত ;—
যজ্ঞ-অন্তে কৈলাসে তোমার স্থান।

প্রসূতী। প্রভু, আমি পদাশ্রিতা তব।

দক্ষ। শিবাশ্রিতা, মমাশ্রিতা নহে তুমি।
ভাল, জিজ্ঞাসি তোমায়—
স্বহস্তে পার কি সব জঞ্জাল করিতে দূর ?
অথবা দেখিবে
মম পদে সে কার্য্য সাধন ?

সকলে। শিব, শিব, শিব !

দক্ষ। নারীবধ অনুচিত জ্ঞান
সর্ব্বদা না রহে, রাণি !

শিবলিঙ্গ লইয়া তপস্বিনীর প্রস্থা
ও তৎপশ্চাৎ ভৃগুপত্নীর প্রস্থান।

তপস্বিনি, তপস্বিনি, পাবে প্রতিফল।
(রাণীর প্রতি) উঠ, চল নিজস্থানে ;
আজি হ'তে বন্দী তুমি,—
রাজ-আজ্ঞা করেছ হেলন।

প্রসূতী। প্রভু, বন্দী পায় চিরদিন।

দক্ষ। রাণি, বুঝাইতে পার মোরে
অভিমান ত্যজেছ কেমনে ?
অতি হীন তুমি ;
নহে, ভাঙ্গড়-ঘরণী
তব গর্ভে কি হেতু জন্মিবে

প্রসূতী। মান, অহঙ্কার,

সকলি তোমার চরণে অর্পেছি, প্রভু!
তুমি স্বামী, আমি ছায়া মাত্র তব।

দক্ষ। আজি তব অধিক বর্ণনা ছটা;
বাক্য—যথা কার্য্যের অভাব!

প্রসূতী। প্রভু, ক্ষমা কর অপরাধ। (চরণ ধারণ)

দক্ষ। প্রসূতি,
রাজঅঙ্গে কর নাহি করদান;
আজ্ঞা পাল, চল নিজ গৃহে।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাসপুরী।

মহাদেব ও সতী।

সতী। কহ, নাথ,
কি হেতু কহিলে, "ধন্য ধন্য কলিযুগ" ?
ক্ষুদ্র নর, অন্ন-গত-প্রাণ—
রিপুর অধীন সবে ;
রোগ-শোকসন্তাপিত ধরা ;
পন্থাহারা মানবমণ্ডল,
ভীম-ভবার্ণব মাঝে ;—
কেন কহ, বিশ্বনাথ, "ধন্য কলিযুগ" ?

মহা। বুঝ, দেবি, কলিযুগে কৃপা তব কত !—
শুনিয়া বর্ণনা, চন্দ্রাননে,
বিকল অন্তর তব ;—
নাহি জানি তবে,
যবে "মা" ব'লে তোমারে
ডাকিবে কলির নর,
ব্যাকুল অন্তর কত হবে, হৈমবতি !
ধন্য যুগ,
যাহে নাম-বলে মোক্ষধাম ;

লভিবে কীটানু-নরে।
যেবা তব শরণ লইবে,
অমরত্ব পাবে,—
মম সম হবে মৃত্যুঞ্জয়;
কোলে তুলে লবে তারে, সতি!

সতী। বর তবে দেহ, ভোলানাথ,
ত্রিশূল-আঘাত তারে কভু না করিবে,
মা ব'লে যে ডাকিবে আমারে।

মহা। আছে কি জগতে শক্তি, সতি,
মহাশক্তি বিরোধিতে?

সতী। বিশ্বনাথ,
দীর্ঘ-শ্বাস কি হেতু ত্যজিলে?

মহা। সতি! না জানি কি আছে, তব মনে;
বুঝিও তোমার লীলা!
সতি, তুমি অন্তরে বাহিরে;
হৃদ্‌পদ্মে তব-রূপ;—
সে রূপ বিরূপ কেন হেরি?
কাঁদে প্রাণ অভিমানে;—
হৃদ্‌পদ্মে ফিরে নাহি চাহে সতী!
কহ, হৈমবতি, কোন দোষে দোষী দাস?
কেন হৃদ্‌পদ্ম শূন্য জ্ঞান হয়?
হের, বক্ষ বাহি' বহে ধারা;
তারা, হারাব কি তোরে আমি?
কারণবাসিনি! তব মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম।

সতী। বিশ্বনাথ, অত ভাঙ নাহি দিব আর।

মহা। বিষপানে রহিল চেতন
কৃপায় তোমার, দেবি ;
এবে ভাঙে হই অচেতন,—
কৃপার অভাব তব।

সতী। দাসী আমি, তব পদাশ্রিতা।
কেন, নাথ, লজ্জা দেহ?
শিব, শিব, শিব,—
শিব মম দেহ প্রাণ ;
শিবময় দুনয়ন ;
শিব মম ধ্যান জ্ঞান ;
প্রভু, তুমি মম হৃদয় ঈশ্বর !
হেন বুঝি মনে, দাসীরে ঠেলিবে পায় ;
তাই কহ কৃপার অভাব মম।
নাথ, হেন কথা আর নাহি কবে ;
ব্যথা বড় পাব তাহে।

মহা। সতি, তুমি সর্ব্বস্ব আমার।

সতী। বল, নাথ, ব্যথা নাহি দিবে মোরে আর?
হেন কথা আর না কহিবে?

মহা। সতি, ব্যথা দিব তোরে?
ব্যথা পাই একথা শুনিলে।
তোমা বিনা অচেতন জড় আমি।

সতী। প্রভু, হ'ল তব যোগের সময়
যাই আমি আসনপ্রস্তুত হেতু।

মহা। হে যোগাদ্যা,
যোগ যাগ সকলই আমার তুমি।

সতীর প্রস্থান।

নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ।

কাফি-কানেড়া—কাওয়ালী।

চাচর চিকুর আধ, আধ জটা জাল।
আধ গলে বনমালা দোলে, আধ হাড়মাল॥
আধ ভালে অলকা সাজে, আধ ভালে চাঁদ বিরাজে,
নবজলধর আধ কলেবর, আধ শুভ্র রজত-শিখর,
পীত বসন আধ ছাদন, আধ বাঘছাল॥

নার। আশুতোষ, আসিয়াছি বন্দিতে চরণ।
মহাযজ্ঞ আয়োজন হয় দক্ষপুরে;—
মত্তমতি দক্ষ প্রজাপতি
চিরদ্বেষী তব;
যজ্ঞের সঙ্কল্প তার শিবত্ব-বিনাশ;
যজ্ঞ-ভাগ তোমারে না দিবে, প্রভু!
অর্পিল আমারে ভার দক্ষ প্রজাপতি
নিমন্ত্রণ দিতে তিনপুরে;
কিন্তু মম প্রাণ কাঁপে ডরে,—
অশিব যজ্ঞের কার্য্য করিব কেমনে!
শুনিনু আকাশবাণি,—
ঘটনার ফলে দক্ষ-যজ্ঞ প্রয়োজন;
কিন্তু, ত্রিলোচন তবু নহে সুস্থ প্রাণ,
শিব অপমান যাহে কেমনে করিব?

সে ইচ্ছায় যজ্ঞ-আয়োজন।
শুন, তপোধন, হও সেই ইচ্ছাধীন।

নার। ভূতনাথ, শিব-অপমানে
অশিব ফলিবে ফল।
ভাবি, দেবদেব,
বুঝি সৃষ্টি হ'লনা স্থাপন,—
না পূরিল ধাতার বাসনা।
ভাবি মনে, সৃষ্টিকার্য্যে নাহি র'ব আর;—
শিব-দ্বেষী সৃষ্টি, দেব, কেমনে রহিবে?

মহা। দ্বেষ নাহি স্পর্শে মোরে, ঋষি।
রহ কার্য্যে; কার্য্য বিনা নাহি পরিত্রাণ।
ইচ্ছায় তাঁহার,
হের কার্য্যে ব্যাপিত সংসার;—
কার্য্য হেতু সৃষ্টি মম;
সত্ব, রজ, তম, ত্রিভাগ এ কার্য্য হেতু।
এক শক্তি অনন্ত আধারে
কার্য্য করে অনন্ত আকার;
অহঙ্কারে ভাবে "আমি করি"।
ত্যজ অহঙ্কার,
নির্ব্বিকার কার্য্যে রহ রত;
ফলাফল দেখি' কিবা প্রয়োজন?
ফলে কার্য্য যেই শক্তিবলে,
ফলাফল কর তা'রে সমর্পণ।

নার। ভাবি, প্রভু, শিবহীন যজ্ঞ-আবাহনে

কে আসিবে যজ্ঞভাগ হেতু ?
আমিও বা যাইব কেমনে ?
কায়, মন, বাক্যে, কার্য্যে কিম্বা পরিহাসে,
দেব-দ্বেষী যেই জন,
কোথায় নিস্তার তা'র ?
না জানি, কি মায়া-ঘোরে
ফেলিবে দাসেরে দিগম্বর !
কোন মতে শঙ্কা, প্রভু, ঘোচে না আমার।
আশুতোষ, হে অন্তর্যামী,
অন্তর বুঝহ মোর।

মহা। শুন, ঋষি আমি, "আমি" নই আর,—
মহা মোহে আচ্ছন্ন আমার প্রাণ।
যজ্ঞ-ফল সুধাও আমায় ?
দৃষ্টি নাহি ধায়, শঙ্কায় শুখায় প্রাণ ;
নাহি জানি কি আছে সতীর মনে !—
শিব নহি, শব আমি সতী বিনে।
প্রভু, ক্ষমুন অধীনে ;
মতিভ্রম ঘটে মোর।

মহা। কার্য্যে যাও, না জিজ্ঞাস তত্ত্ব মোরে।
কি বুঝিবে, মম প্রাণ বিকল কি ভাবে ?
যজ্ঞ পূর্ণ হইবে নিশ্চয় ;—
সামান্য সে নহে দক্ষপতি ;
যার তপে তুষ্টা ভগবতী
জন্মিলা তনয়া রূপে ঘরে-;

তিনলোকে হেন শক্তি কা'র
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তা'র ?
আমি শিব যে শক্তি-অধীন,
সে শক্তি-প্রভাবে যজ্ঞ করে দক্ষপতি।
যজ্ঞ হবে—যাবে অহঙ্কার।—
প্রেমে নহে অহঙ্কারে প্রজা রবে ভবে ;—
ভ্রমে দক্ষ ভাবে
অহঙ্কারে রবে ভবে জীব,—
সে ভ্রান্তি ঘুচিবে ;
প্রেমে রবে ধরা—যজ্ঞে হইবে প্রচার।

নার। যাই, প্রভু, দেবীর আদেশ লয়ে।

মহা। কোথা, সতীর নিকটে ?
নাহি দেহ সমাচার।
মনে পাবে ব্যথা সতী সুলোচনা মোর ;
সতী যদি যজ্ঞ কথা শুনে,
যাবে পিতৃস্থানে,—
না মানিবে মানা মোর।
বিনা আবাহনে,
পতি-নিন্দা মহা অপমানে,
না রহিবে পতিপ্রাণা সতী।
শ্মশানে মশানে থাকি' ভাঙপানে
চিতা-ভস্ম গায়ে মাখি'
ছিলাম সন্ন্যাসী—এলে গৃহবাসী ;
স্বর্ণরাশি ভিখারীর ঘরে !

শুন, তপোধন,—
হৃদয়ে আনন্দ-মূর্ত্তি নাহি দেখি আর ;
হেরি শূন্যাকার ;
মম দৃষ্টি অধিক না যায় ;
কি ফল ফলিবে ঘটনায়
দেখিতে না পাই আর ;—
আছি সতী-প্রেম-নীরে ডুবে।
চাই সতী,—যায় বিশ্ব যাক্ ;
নাহি দেয় নাহি দি'ক যজ্ঞভাগ ;—
ধুতূরায় উদর পুরা'ব ;
ভিক্ষা করি সতীরে খাওয়াব ;
বাঘ-ছালে আনন্দে শুইব সতীরে হৃদয়ে ধরি' ;—
মানা করি সংবাদ দিওনা তারে।

নার। দেবদেব, পদাশ্রয় দেহ দাসে ;—
নির্ব্বিকারে বিকার হেরিয়ে
টুটে মোর দেহের বন্ধন।

শিব। হে নারদ, কি বিকার অন্তরে আমার!
তপ, জপ, বিফল সকলই,—
ঠেলিতে না পারি অন্তরের ভার মোর।
হেরি, কোন মতে নারিব ফিরাতে
ঘটনা-প্রবাহরাশি ;
তবু প্রাণ চায়, হীন জন প্রায়,
কার্য্য ফল বারিবারে!—
সতি, সতি, তুই রে সর্ব্বস্ব মোর!

সতীর প্রবেশ।

সতী। ডাকিলে কি, ভূতনাথ?
মহা। না না; হইয়াছে যোগের সময়—
যাব আমি যোগাসনে।
সতী। হে নারদ,
এত দিনে পিতার কি পড়িয়াছে মনে
দুঃখিনী তনয়া ব'লে?
এসেছি কৈলাসপুরে বিবাহের দিনে,
সে অবধি তত্ত্ব নাহি মোর!
বসি এই বিজন প্রদেশে;
নাহি প্রতিবাসী, নাহি পুরজন—
একাকিনী থাকি সদা;
কাঁদি কত বিরলে বসিয়ে
জনক জননী স্মরি';
হে নারদ, দক্ষপুরে কুশল সকলই?
নার। মাতা, আসিয়াছি বন্দিতে চরণ।
মহা। সতি, গৃহকার্য্য হয়েছে তোমার?
সতী। কহ সত্য, নারদ, আমারে,—
দক্ষপুরে কুশল সকলই?
নার। দক্ষপুরে সকলই মঙ্গল।
সতী। তবে আসিতেছ পিত্রালয় হ'তে?—
মার্জ্জনা কি করেছেন পিতা মোরে?
মহা। সতি, ভুলিবে কি প্রজাপতি—
বরিয়াছ ভিখারী ভাঙ্গড়ে?

সতী। পিতা মম নহে ত তেমন;
বড় কৃপা তাঁ'র মম প্রতি।
সুধাই, নারদ,—ভুলেছেন অপরাধ?
এস, ঋষি, অন্তঃপুরে;
শুনিব সকল কথা।

নার। মাতা, আছে কার্য্য;
অন্যদিন আসিব কৈলাসে।

সতী। কি বিশেষ প্রয়োজন হেন?

নার। না, না, নহে কোন বিশেষ কারণ।

সতী। এস তবে অন্তঃপুরে।

নার। মাতা, যেতে হবে বহুদুর।

সতী। সত্য মোরে বল, ঋষিরাজ;—
বুঝি মম পিতার নিষেধ
আসিতে কৈলাসপুরী,—
ব্যস্ত তুমি সে হেতু যাইতে?
বল সত্য, পিতার কি মানা?
কন্যা-দান অপমান ঘোচেনি কি তাঁ'র?

নার। না, না, এ কি কথা?

সতী। সত্য কহ;
নহে, দক্ষালয়ে আপনি যাইব,
সুধা'ব পিতায়,
কিবা হেন দোষী তাঁ'র পায়,—
তনয়ায় দেন জলাঞ্জলি?
স্বয়ম্বরে বাছিয়া লইনু পতি,—

নহি অন্য অপরাধী।
বল সত্য,—
সুখে রবে মম আশীর্ব্বাদে ;
করি মানা, ক'রনা বঞ্চনা।

নারদ। কিবা নাহি জান, মাতা, অন্তর্যামী তুমি ?
কহিতে না যুয়ায় বচন মম।—
ভোলানাথ, পড়িনু শঙ্কটে।

সতী। এস ;
প্রভু কি করেন মানা কহিতে বারতা ?
এস, ঋষি, অন্যথা না কর বাক্য মোর।

সতী ও নারদের প্রস্থান।

মহা। কার্য্য কারণের সূত্র কে করিবে ছেদ ?
কালে
কত হ'ল, কত গেল, দক্ষ প্রজাপতি ;—
সমভাবে সৃষ্টি স্থিতি লয়
চির দিন হয় ;
ভাবান্তর কভু নাহি তাহে।
তপ—তপ—তপ—
কত সৃষ্টি-স্থাপন সময়
তপ কৈনু তিন জনে ;
কতই দেখিনু—কতই শিখিনু,
তবু মায়া না টুটিল।
এই শিব, এই পুনঃ শব,
এই সৃষ্টি, সৃষ্টির বিপ্লব !—

এ মায়া বুঝিয়ে কেবা বুঝে ?
কারণে ফলিবে ফল,
জেনে শুনে অন্তর বিকল ;
চাহি কার্য্য করিতে বারণ !
মহাশক্তি-মায়া কেবা করে দূর ?
মৃত্যুঞ্জয়—সহিতে অনন্ত দুঃখ !—
সতি, সতি, বেঁধে ডুরী মজা'লি আমারে !
সন্ন্যাসীরে কেন রে করিলি গৃহী ?

প্রস্থান।

নারদ ও সতীর প্রবেশ।

সতী। দেবদেব, যাব আমি পিত্রালয়ে ;—
কোথা মহাদেব !

নার। মা গো,
যজ্ঞের সংবাদ দিতে মানা ছিল মোরে ;
বলেছি তোমারে ;—
ডরে কাঁপে কায়, দেবি,
কি করেন দিগম্বর শুনি' !

সতী। নাহি ভয়, কি দোষ তোমার ?
কর উপকার,—
নিয়ে যাও পিত্রালয়ে মোরে ;—
আসিব প্রভুরে কহি'।
কিম্বা যাও, নিমন্ত্রণ দাও তিনলোকে ;
যাব আমি নন্দীরে লইয়ে।

নার। মা গো, মানা করি, কর'না বাসনা

পিত্রালয়ে করিতে গমন ;
অহঙ্কারে দক্ষ যদি করে অপমান ?

সতী। হে নারদ, আমি ভিখারীর নারী,—
মান অপমান কিবা মম ?
যাঁ'র মানে মানী আমি,
তাঁ'র মান টুটিবে ভুবন-মাঝে,—
মানে কিবা কার্য্য মোর ?
রহি একা বিজন শিখরে ;
নাহি প্রতিবাসী, দাস, দাসী, পুরজন ;
বল্কল বসন, রুদ্রাক্ষ ভূষণ,—
খেদ তাহে নাহি করি ;
পতিপ্রেম অতুল ঐশ্বর্য্য মোর !
তাঁ'র অপমান,—
রাখিব এ প্রাণ, মনে নাহি দেহ স্থান।
আহা, অবিরোধী ভূতনাথ
নাচে গায় প্রমথের সনে,—
অভিমান নাহি মনে ;
আশুতোষ নাহি জানে রোষে,—
শত দোষ করিলে চরণে,
"হর—হর—হর" যেই বলে মুখে
মহা সুখে কোল দেয় তারে ;
তুষ্ট তা'রে রুষ্ট কহে যেই ;—
জিজ্ঞাসিব পিতার সদনে,
কোন্ দোষে দোষী দিগম্বর।

স্বয়ম্বরে বরিলাম আমি,—
শিবের কি দোষ তাহে ?
হে নারদ, কুক্ষণে জনম মম ;—
আমা লাগি' পতি সনে পিতার বিরোধ,—
এ বিবাদ না ঘুচিবে জীবিত থাকিতে।
কি সুখে এ জীবন ধরিব ?
জন্মিলাম পতি-অপমান হেতু !

প্রস্থান।

নার। মা গো, রেখো পায় দীন জনে।—
বহ্নি জ্বলে কারণ-সলিলে !

নারদের প্রস্থান।

নন্দী ও ভৃঙ্গীর প্রবেশ।

ভৃঙ্গী। কহ, নন্দি, কহ সবিশেষ,
কি ভাবে ভবেশে হেরি ?
রুদ্রমূর্ত্তি নেহারি' শিহরি !
হের, স্তম্ভিত কৈলাসপুরী ;
নাহি শিঙ্গা-ডমরু-নিনাদ ;
ববম নাহি বলে গালে ভোলা ;
রজত-শিখর কুজ্ঝটিকাবৃত যেন !
ডরে শিরে জাহ্নবী-সলিল
নাহি করে কুলু কুলু ধ্বনি ;
ফণীগণে নাহি ত্যজে শ্বাস ;
বিভাবসু ভস্ম-মাঝে লুক্কায়িত !—
শঙ্কায় নারিনু চাহিতে বদন পানে ;

প্রণমি' চরণে পলায়ে আইনু ত্রাসে ;
ভাল মন্দ না বলিল ভোলা ;
"ভৃঙ্গী" বলি ডাকিল না মোরে !
ভাই, কাঁদে প্রাণ,—
ভোলা নাহি আদর করিল।

নন্দী। কহি শুন দেখিনু যা আজি ;—
ক্ষুধায় আকুল গেলেম মায়ের কাছে,
দেখিনু কুটীরে,
জনেক যোগিনী সনে কথা ক'ন মাতা।
কহে অপূর্ব্ব যোগিনী ;—
শুনি বাণী স্তম্ভিত হইনু !
কহে অপূর্ব্ব যোগিনী,—
"মা, আমারে কত দিনে করিবি সঙ্গিনী ?
দক্ষালয়ে কেন রেখে এলি ?"
ব্যগ্র হ'য়ে বুঝাইলা মাতা,—
"অল্প দিন—অল্প দিন, বাছা ;
যাব আমি মেনকার ঘরে,—
নিত্য পূজে মেনকা আমায় ;
তথা তুই হইবি সঙ্গিনী,
কৈলাসে আনিব তোরে।"
ক্ষিপ্তপ্রায়—মাতার চরণে কাঁদিয়া লুটিনু.
পা দু'খানি ধরিয়া কহিনু,—
"মা, তোমারে যাইতে না দিব।"
হাসি' মাতা

চিবুক ধরিয়ে আদরে কহিল মোরে,
"কেন, নন্দি, কোথা যাব আমি ?"
দেখি চেয়ে, নাহি সে যোগিনী;
হতবাণী, বার্ত্তা না বুঝিনু কিছু!
কাঁদি নিত্য, তোরে নাহি কহি।
বাবার এ ভাব—মা কহে "যাইব";
বল, ভৃঙ্গি, কেমনে রহিব মোরা ?
ভূতগণে চরণে কে দিবে স্থান ?

ভৃঙ্গী। আয়, দোঁহে মিলি করিব সে শক্তিগুণ-গান;
নাচিতে নাচিতে বাবা আসিবে এখনি।

নন্দী। কণ্ঠে মম স্বর না যুয়ায়;
হুতাশে শুকায় প্রাণ!

ভৃঙ্গী। চল তবে যাই, ভাই, মায়ের সদনে;
কেঁদে বলি "যেও না, জননি!"
চল, মাকে নিয়ে যাই বাবার নিকটে;
হাসিমুখ বাবার দেখিব।

নন্দী। দু'কথায় ভুলাবে জননী।
কতবার কত কথা ভাবিলাম মনে;
মা'র কাছে গেলে ভুলে যাই।

ভৃঙ্গী। ভাঙ্ খেয়ে যাস্ ভুলে তুই;
আমি খুব কাঁদিতে পারিব।

উভয়ের প্রস্থান।

মহাদেব ও সতীর প্রবেশ।

সতী। পিত্রালয়ে যাব, ভোলানাথ;

দেহ মোরে পাঠাইয়ে।
যজ্ঞ তথা—শুনিনু নারদ-মুখে।
স্বচক্ষে দেখেছ, প্রভু, আসিবার দিনে
গলে ধরে কত মোর কেঁদেছে জননী ;
আজও শুনি, কত কাঁদে মোর তরে ;
আমারে না হেরে
দু'নয়নে শত ধারা বহে ;
মা আমারে কত ভালবাসে !
ভাবি দিন, যাব মা'রে দেখিবারে ;
নিত্য ভাবি, বলি হে তোমারে ;
ত্রাসে নাহি সরে ভাষ।
দেখ, আশুতোষ,
কত দিন আছি এ কৈলাসে!

মহা। এ কি কথা কহ, সতি ?
পিত্রালয়ে কেমনে যাইবে ?
যজ্ঞ তথা, নিমন্ত্রণ নাহিক কৈলাসে ;
আভাষে বুঝিনু—
সমারোহ মম অপমান হেতু।
শুনি, তপে তুষ্ট হরি
চক্র ধরি' রাখিবেন যজ্ঞ তা'র ;
যজ্ঞাহুতি বিধাতার ভার ;
ত্রিসংসার শিবে যজ্ঞভাগ নাহি দিবে।
আমি হে ভিখারী,
তুমি ভিখারীর নারী ;

হেন যজ্ঞে কেন বা যাইবে ?
অপমান হবে ;
নহে, পিত্রালয়ে যেতে নাহি করি মানা।

সতী। প্রভু, ত্রিসংসারে তব অপমান,
যজ্ঞভাগ না দিবে তোমারে ;
তবে কেন ভাব মম অপমান হেতু ?
নাথ, তব মানে মানী—
তোমা বিনা এ সংসারে নাহি জানি ;
নহি ভিখারিণী—
রাজরাণী কেবা মম সম ?
পতি-প্রেম ঐশ্বর্য্য আমার।
যাব জনকভবন ;
পঞ্চানন, তাহে অপমান কিবা ?
বিনা আবাহনে কিবা বাধে ?

মহা। পতি-প্রাণা সতী তুমি সর্ব্বস্ব আমার।
অহঙ্কারে দক্ষরাজ কত কথা ক'বে ;
অভিমানী প্রাণে নাহি সবে তোর।
করি মানা যেওনা, যেওনা ;
কেন হরে কাঁদাইবি ?
তোরই তরে জটা ধরি শিরে,
ভস্ম মাখি তোর প্রেমে।
নাহি যোগ, যাগ, নাহি তপ, ধ্যান,—
ধ্যান, জ্ঞান, সকলই আমার তুমি ;
শূন্য ত্রিসংসার তুমি হ'লে অদর্শন।

সতী। যজ্ঞ হেরি আসিব ফিরিয়ে;
সুধাব জনকে, কিবা তব অপরাধ।
যদি ভিখারিণী, তবু কন্যা তাঁর;
কেন মোরে অনাদর?
কেন তিনলোক-মাঝে
অপমান করেন তোমার?
স্নেহে মম জনক ভুলিবে;
যজ্ঞভাগ দিবে;
নিমন্ত্রণ আসিবে কৈলাসে;
যাব,—প্রভু, না কর নিষেধ।

মহা। সতি,
কেবা শক্তি ধরে—অপমান করে মোরে?
তুমি প্রাণ, তুমি মান অপমান,
ভোলার সর্ব্বস্ব তুই সতি!
ভাল হ'ল, ঘুচিল জঞ্জাল,—
না হ'বে যাইতে যজ্ঞভাগ ল'তে আর।
ভাল হ'ল, ঘুচিল বিশ্বের ভার;
ভাল হ'ল, গেল ভবে শিবত্ব আমার।
তোরে ল'য়ে নিশ্চিন্ত রহিব;
যোগ যাগ সকলই ছাড়িব;
তোরে ল'য়ে নিশ্চিন্তে করিব কেলি;
বিশ্ব-হিত-ধ্যানে না রহিতে হবে আর;—
বিজন কৈলাসে—তুমি রাণী, আমি রাজা;
লীলায় আনন্দে রব।

সতী। তুমি সাধে কি ভিখারী ?
বিশ্বকার্য্যে কেমনে রহিবে ?
ভাঙ্পানে মন তব।
হোক্‌মেনে, বিশ্বনাথ,
কথা শুনিবারে ভালবাসি ?
দিবানিশি রবে মম পাশে,—
ভূত ল'য়ে কে নাচিবে ?
দেখেছি, দেখেছি; রয়েছি কৈলাসে আমি,
নূতন ত নহে আজি।—
যতক্ষণ রহ মোর পাশে,
সদা অন্যমন—
ভাব, কতক্ষণে যাইবে ভূতের দলে;
কুতূহলে নৃত্য হবে—হবে ভাঙ্পান!

মহা। সতি, অন্যমন—নাহি কি কারণ ?
কেন তবে বল তুমি দক্ষালয়ে যাবে ?

সতী। প্রভু, ক্ষতি কিবা নাহি জানি।
চিরদিন অলস তোমার;
নারী হ'য়ে দিতে পারি যদি যজ্ঞভাগ,
অমত কি তব তায় ?

মহা। সতি, নিত্য সুধাই তোমায়,
ছাড়িবে না কভু মোরে,
নিত্য কহ "ছাড়িব না।"
তবু মন নাহি বুঝে;
আজি ছেড়ে যেতে চাও,—

কেন পাগলে কাঁদাও ?
গেলে তুমি আসিবে না আর।

সতী। কেন, নাথ ? তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি ?
যজ্ঞ হেরি’ আসিব ফিরিয়ে ;
অন্য কেন ভাব, প্রভু ?
যাই নাথ ; ক’র না নিষেধ।

মহা। যাবে যদি, কি হেতু সুধাও মোরে ?
কর যেবা অভিরুচি।

সতী। প্রভু, নাহি কর রোষ ;
মানা নাহি কর যজ্ঞে যেতে ;
বল “যাও যজ্ঞালয়ে”।

মহা। কহি তোরে,
অন্তর শিহরে যজ্ঞকথা মনে হ’লে ;—
পতি-অপমানে নিশ্চয় ত্যজিবি প্রাণ।

সতী। প্রভু, প্রাণ মম কঠিন পাষাণ হ’তে ;
নহে, ত্রিসংসারে তব অপমান,
ছার প্রাণ এখনও রেখেছি ?
সতী নাম কেন দিল মাতা ?
পতিভক্তি এই কি আমার ?
যজ্ঞে যেতে মানা নাহি কর মোরে ;
যদি তব পদে থাকে মতি,
দেখিব কেমনে
ত্রিসংসার মিলি’ হরে করে অপমান।
আজ্ঞা দেহ, যাব দক্ষপুরে।

মহা। সতি, যেতে নাহি দিব তোরে।

সতী। কহি সত্য, অন্ন জল ত্যজিব কৈলাসে।

মহা। অন্ন পানি খাও, বা না খাও,
কোন মতে যাইতে না দিব।

সতী। শুন, ভোলানাথ, মহা দ্বন্দ্ব হবে আজি।
যাব ; হাসিমুখে করহ বিদায়।

মহা। হাসিমুখ রাখ নাই তুমি।
ইচ্ছা যদি যাও ; আমি নাহি যাইতে কহিব।

সতী। নাথ, ধরি পায়, ক'র না নিষেধ।

মহা। ইচ্ছা, যাও ; মোরে না সুধাও।
চ'লে যাই, হ'ল আসি' ধ্যানের সময়। (গমনোদ্যত)

সতীর অন্তর্দ্ধান এবং কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব।

এ কি ভয়ঙ্করী করালবদনা ;
লোল-জিহ্বা রুধির-মগনা ;
গলিত রুধির মুণ্ডমালা গলে বিলম্বিত ;
মহামুণ্ড করে, রক্ত স্রোত ঝরে ;
খড়্গ ধরে, ভাসে রক্তধারে ;
রক্তোৎপল দ্বিভুজ দক্ষিণে !
বিবসনা বিকট-দশনা ত্রিনয়না ;
চন্দ্রখণ্ড শোভে ভালে !
কোথা যাব—কোথায় পলাব ? (পলায়নোদ্যত)

তারা মূর্ত্তির আবির্ভাব।

ত্রাহি ত্রাহি !
কেরে নব-নীরদ-বরণী ?

ঊর্দ্ধজটা বিভূষিত ফণি,
লম্বোদরা, বাঘাম্বরা ঘোরাননা ;
পঞ্চ-অর্দ্ধ-চন্দ্র শোভে ভালে ;
অগ্নি ক্ষরে ত্রিনয়নে ;
নৃমুণ্ডমালিনী, চতুর্ভুজা ;—
মুণ্ড খড়্গ খর্পর কমল সাজে !
রাখ পায়, সভয় মহেশ !
কোথা যাব ! কেমনে পলাব ! (পলায়নোদ্যত)

ষোড়শী মূর্ত্তির আবির্ভাব।

পঞ্চ প্রেত পরে কে বামা বিহরে ?
রক্ত-বর্ণা, ত্রিনয়না, শশীচূড়া ;
চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর ;
এলোকেশী ভয় বাসি হেরি' ! (পলায়নোদ্যত)

ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির আবির্ভাব।

অম্বুজ-আসনা ত্রিনয়না ;
রত্নরাজী বিভূষণা !
রক্তবর্ণা ;
চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুশ বরাভয় !
কৃপা কর পাগল ভোলারে।
কোথা যাব ? কেমনে পলাব ! (পলায়নোদ্যত)

ভৈরবী মূর্ত্তির আবির্ভাব।

অক্ষ মালা পুঁথি বরাভয়
শোভিত মৃণাল চারি ভুজে,
রক্ত বর্ণ অমল কমলে ;

মুণ্ডমালা দল দল দোলে, মণিময় হার সনে!
এলোকেশী কে গো ভয়ঙ্করী?
রাখ গো পাগল ভোলা। (পলায়নোদ্যত)

ছিন্নমস্তা মূর্ত্তির আবির্ভাব।

ছিন্নমস্তা, ত্রি-ধারে রুধির ক্ষরে;
দুই ধারে পিইছে যোগিনী,
উলঙ্গিনী ছিন্নমুখে রক্ত খায়,
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি ত্রিনয়নে;
শিশু শশী শিহরে কপালদেশে!
কেরে ভীমা রক্তোৎপল কায়,
বিপরীত রতি দলি' পায়,
হরে ভয় দেখাও আসিয়ে? (পলায়নোদ্যত)

ধূমাবতী মূর্ত্তির আবির্ভাব।

ঘোর ধূম্রবর্ণ বৃদ্ধা কাকধ্বজ রথে;
বিস্তার বদনা, পতিহীনা;
ক্ষুধায় আকুলা বিভীষণা;
কুলা করে, কাঁপে অন্য কর!
ত্রাহি, ত্রাহি,—
রক্ষা কর দিগম্বরে! (পলায়নোদ্যত)

বগলামুখী মূর্ত্তির আবির্ভাব।

শশাঙ্ক-শেখরী, ত্রিনয়না,
রত্ন-সিংহাসনে,
পীত-বস্ত্রা, পীতবর্ণা কেরে বামা?
কেরে ভয়ঙ্করী?

জিহ্বা ধরি' অসুরে মুদ্গরে বধ?
শঙ্কায় আকুল প্রাণ মোর। (পলায়নোদ্যত)

মাতঙ্গী-মূর্ত্তির আবির্ভাব।

রক্ত-পদ্ম-শ্যামা;
কর পদ্ম খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ শোভে;
বিধুমৌলি ত্রিনেত্রা
অনল ক্ষরে তাহে!
রাখ হরে রাঙ্গা পায়। (পলায়নোদ্যত)

মহালক্ষ্মী মূর্ত্তির আবির্ভাব।

স্বর্ণ-বর্ণা, নলিনী-আসনা;
পদ্ম-দ্বয় বরাভয়-কর;
চতুর্দ্দন্ত শ্বেত মত্ত করী,
চারি দিকে রত্ন ঘট ধরি'
অমৃত বরষে শিরে,
হেরি' অন্তর শিহরে;
অপাঙ্গে নেহার বামা!

মহালক্ষ্মী। যা'র তরে একার্ণবে শক্তির-সাধন,
তার কথা করি অযতন—
কোথা যাও, মহেশ্বর?

মহা। সতি, সতি,
কবে তোরে করিয়াছি অযতন?

মহালক্ষ্মী মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান ও সতীর প্রবেশ।

মহা। একি! কোথা বামা নলিনী-বাসিনী?
সতি সতি, কোথা ছিলে এতক্ষণ?

হায়, ফুটিয়ে না ফুটে আঁখি মোর ;
মায়া-ঘোর কেমনে ছেদিব ?
মহামায়া আপনি করিছে ছল !
সতি, নিষেধ না করি আর ;
যাও পিত্রালয়ে ;
কিন্তু, ভুল' না—ভুল' না ভাঙ্গড়েরে।
তব অদর্শনে,
খেপা তোর আকুল হইবে।
কি কহিব আর,
অন্তরের সার তুমি মম ;
তোমা বিনে শব আমি।

সতী। নাথ, কেন এত মিনতি দাসীরে ?
তব আজ্ঞাকারী,
রহিতে কি পারি তোমা ছাড়ি ?
কেন ভাব, ভোলানাথ ?
তব পদাশ্রিতা চিরদিন।

মহা। আর ভুলাও না—আর ভুলিব না।
সতি, তোমা বিনা পলকে প্রলয় জ্ঞান ;
সতি, একান্ত কি ছেড়ে যা'বি ?

সতী। হাসি মুখে আদেশ, মহেশ !

মহা। এস, প্রিয়ে ; মনে রেখ ভিখারীরে।]
নন্দি, নন্দি !

নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। কি আদেশ, দেবদেব ?

মহা। ওরে, সতী যাবে কৈলাস ছাড়িয়ে ;
আন রথ সাজাইয়ে।

নন্দী। বাবা ! পায়ে ধরি, যাইতে দিওনা ;
মা গেলে, মা ফিরিবে না আর।
ও মা, যাস্‌নে গো ভূতগণে ফেলে।

ভৃঙ্গীর প্রবেশ।

ভৃঙ্গী। নন্দি ! পায়ে ধর্, ভুলে যাস্ তুই,
মাকে যেতে দিস্‌নে কথনও।
ভূতগণে আদরে কে অন্ন দেবে ?

নন্দী। ও মা, কোথা যাবি ?
গেলে তুই আর না ফিরিবি,
বলেছিস্ যোগিনীরে ;—
স্বকর্ণে শুনেছি আমি।
ওমা,
হ'ও না নিদয়া কুৎসিৎ তনয়গণে।
ও মা, তোমা বিনে
আঁধার কৈলাসে কে রবে, জননি, বল ?
বাবা আকুল হইবে ; কে তারে বুঝাবে ?
কেন গো নিঠুর হ'লি ?
ও মা, "মা" ব'লে ডাকিব কা'রে, বল্ ?
ওগো, কা'রে ডেকে জুড়াব হৃদয়স্থল ?
ও মা,
ভূতদলে পুত্র ব'লে কেবা মুখ চা'বে ?

সতী। কেন নন্দি, কেন ভৃঙ্গি, ভাব অকারণ ?

খাদ্য দ্রব্য কত
এনে দিব পিত্রালয় হ'তে।

ভৃঙ্গী। মা, ভুলাতে নারিবে;
ছেড়ে যাবে, তাই কর ছলা।
মা, মা, ক'র না গো কৈলাস আঁধার।

সতী। দেখ নন্দি, দেখ ভৃঙ্গি,
মহাযজ্ঞ হবে, তাই যাই;
তোরা সব যাবি;
নন্দি, তুই সঙ্গে যাবি; কি হেতু কাঁদিস্ আর?
আন্ রথ।

নন্দীর প্রস্থান।

ভৃঙ্গি, বাছা কেঁদনাক আর।

ভৃঙ্গী। বাবা যাবে?

সতী। যাবে।

ভৃঙ্গী। বাবা, মা কি যাবে তবে?

মহা। ভৃঙ্গি, রাখিতে নারিবি।
সতি, মনে হয়
বুঝি বিশ্ব লয় এখনি হইবে!
অন্তরে আমার মহা হাহাকার ধ্বনি!
হৃদ্‌পদ্মে টলেছে আসন তোর;
বল কোন্ দোষে দোষী?
কেন ছেড়ে যাবে, কেন হে ভাসাবে মোরে?
ভাবি মনে, ক্ষুদ্র কীট হ'য়ে থাকি তোরে লয়ে;
শিবত্বের হেতু দ্বন্দ্ব নাহি বাধে আর।

সতি তোর আনন্দ-মূরতি,
নয়নের ভাতি মোর ;
সে আলো নিভাবে কেন বল ?
আর কি কৈলাসপুরে রব,
আর কি সংসার পানে চাব,
বিশ্বের কল্যাণে আর কি বসিব ধ্যানে ?
জ্ঞানহারা তোমারে হারাই যদি।

নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। সাজায়ে এনেছি রথ।
ভৃঙ্গী। রহ আগুলিয়া পথ ;
বাবা কাঁদে, মাকে ছেড়ে নাহি দিব।
সতী। নাথ, হাসি মুখে বল "এস।"
তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি ?
ত্রিপুরারি !
আমি আশ্রয়বিহীনা তোমা বিনে।
মহা। নন্দি, যা রে সাবধানে ;
এনে দিস্ ভিখারীর নিধি।
শিব-হীন যজ্ঞ দক্ষপুরে ;
সতী মানা না মানিবে, যজ্ঞস্থলে যাবে,
কত লোকে কত কথা কবে,
সবে কি কোমল প্রাণে ?
যদি কেহ কুভাবে আমায়,
রুষ্ট তুমি নাহি হও তায় ;
তুষ্ট করো মিষ্ট ভাষে।

নন্দি, বাক্য ধর, বিবাদ না কর,
সতীরে এন রে ঘরে।
দক্ষ কত কবে কুবচন ;
যদি সতী হয় উচাটন,
প্রবোধিয়ে নিয়ে এস রথে করে।
নন্দি কি বলিব আর?
সতীরে আমার—
কোন মতে আনিবে কৈলাসে ;
ওরে, রহিলাম পথপানে চেয়ে।
সতি, সতি, এস তবে, প্রাণেশ্বরি ;
ভুলনা ভোলারে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

দক্ষ।

দক্ষ। অপমান পূর্ণ মাত্রা হবে প্রতিশোধ!
আরে রে অবোধ,—আরে রে ভাঙ্গড়,
শূল লয়ে কর ভারিভুরি।
ভাব সংহারের ভার তব?
সে দম্ভ ঘুচিবে;
সৃষ্টি রবে সংহার বিহনে।
কিন্তু মম চিন্তা নাহি হয় দুর,
বিঘ্ন কে করিবে?
আপনি আসিবে বিষ্ণু যজ্ঞরক্ষা হেতু
প্রতিশ্রুত মোর ঠাঁই।
তিনলোক পক্ষ মম,
যজ্ঞে হবে উপস্থিত,
একা শিব কি বাদ সাধিবে?
না না, তবু চিন্তা নাহি হয় দূর।
হেয় প্রাণ, এখনও সতীরে পড়ে মনে?
আগে যজ্ঞ হ'ক্ সমাধান;
কন্যার মমতা যদি না পারি ছেদিতে,

তুষানল প্রায়শ্চিত্ত মোর!
দেখ বুদ্ধি ভ্রম,
যজ্ঞ করি মৃত্যু নিবারণ হেতু,
মৃত্যু চিন্তা করি পুনঃ আপনার;
অনাচার নিবারণে মৃত্যু না রহিবে,
প্রজাবৃদ্ধি সহজে হইবে;
যুক্তিতে না হেরি কোন অশুভ ঘটনা;
কিন্তু তবু না ঘুচে ভাবনা,
তপোবল অধিক তাহার,
তপোবল নাহি কি আমার!

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ!
আসিতেছে যজ্ঞস্থানে নিমন্ত্রিতগণে।

দক্ষ। কহ মন্ত্রিগণে,
দেয় সবে যথাযোগ্য স্থান।

দূতের প্রস্থান।

কিন্তু যদি এ যজ্ঞ না হয় সমাধান,
অপমান রাখিতে নাহিক স্থল।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রবেশ।

প্রণাম চরণে তাত,
প্রণমি, হে চক্রপাণি,
কি কহিব কত কৃপা তব,
মহাকার্য্য উদ্ধারিব প্রসাদে তোমার।

বিষ্ণু। দক্ষরাজ, যজ্ঞরক্ষা করিব তোমার,

বাক্য মম হবে না অন্যথা!
কিন্তু,
প্রজার স্থাপনা যদি উদ্দেশ্য তোমার,
শিবে কেন নাহি দেহ যজ্ঞভাগ?
শিব বিনা যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হবে।

দক্ষ। যজ্ঞ পূর্ণ হয় বা না হয়,
এ কথা নিশ্চয়, শিবে ভাগ নাহি দিব।
আশ্বাস দিয়েছ মোরে, ওহে যজ্ঞেশ্বর!
যজ্ঞ রক্ষা আপনি করিবে;
তাহে যদি অমত তোমার,
অঙ্গীকার যদি নাহি পাল,
যজ্ঞে তাহে নাহি দিব ক্ষমা;
কর দেব যথা রুচি তব।

বিষ্ণু। যজ্ঞরক্ষা অবশ্য করিব,
বাক্য মম হবে না খণ্ডন;
কিন্তু প্রয়োজন বুঝিতে না পারি।
প্রজার বর্দ্ধন,
কিবা শিব অপমান মনোগত তব;
এক যজ্ঞে দুই ফল কভু না সম্ভবে।

দক্ষ। যুক্তির সময় আর কোথা চক্রপাণি!
হইয়াছি অগ্রসর,
তিন পুর সমাগত নিমন্ত্রণে;
ফিরিতে না পারি আর।
যজ্ঞ ফলে প্রজা রক্ষা যদি নাহি হয়,

অনাচার নিবারণ হইবে নিশ্চয় ;
শিব-ভয় না রহিবে লোকে।
হয়েছে সময় যেতে হবে যজ্ঞস্থলে।
যদি হয় অভিমত,
আসিবেন যজ্ঞ অংশ হেতু।

দক্ষের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। কহ হরি, কি উপায় করি ?
দেখিলে ত কোন মতে দক্ষ না বুঝিবে ;
মহা প্রলয় ঘটিবে,
না হইবে নিবারণ ;
চক্রী তুমি, তব চক্র বুঝিতে না পারি।
আসিয়াছ যজ্ঞের রক্ষণে,
হর-হরি দ্বন্দ্বে বিশ্ব অবশ্য মজিবে।

বিষ্ণু। হে বিরিঞ্চি, বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ ?
দ্বন্দ্ব কার সনে !
হর হরি এক আত্মা জেন চিরদিন।
দক্ষযজ্ঞে ত্রৈলোক্যে দেখাব,—
শিবদ্বেষী মূঢ় যেই জন,
মম শক্তি নহে কদাচন,
রক্ষিতে সে দুরাচারে ;
তিন লোক করিলে সহায়,
ত্রিপুরারি অরি যদি হয়,
কোন মতে রক্ষা নাহি তার !
ত্রিসংসার এ তত্ত্ব বুঝিবে,

পূজা দিবে মঙ্গল-আলয় শিবে ;
সৃষ্টি হবে মঙ্গল-আলয়।
যজ্ঞ ছারখার,
অমঙ্গল একত্রে সংহার,
অহঙ্কার বিগলিত;
দক্ষ যজ্ঞে মহা প্রয়োজন ;
হবে মহামার ছারখার ত্রিসংসার।
শিবদ্বেষী প্রজাপতি,
ধ্বংস বিনা উন্নতি না হয় ;
চল, যজ্ঞে হই অধিষ্ঠান।

ব্রহ্মা। মম সৃষ্টি-ভার, পালন তোমার হরি।

বিষ্ণু। কার ভার পদ্মযোনি !
ভার যার—আসিতেছে সেই।
শুন, রথচক্র গভীর গরজে
আসিছেন মহামায়া।
চল যজ্ঞস্থানে,
দেখিব নয়নে কি রূপ মায়ের আজি।
রাঙ্গা পদে রাঙ্গা জবা কিবা সাজে,
ভক্ত নন্দী দেছে উপহার ;
ভাণ্ডারের সার অলঙ্কার,
কুবের দিয়েছে স্বহস্তে সাজায়ে মারে ;
সফল জনম তার।
দেখিনু কৈলাসে,
আহা, কিবা রূপ ধ্যানাতীত ;

মায়ের চরণতলে যাচিনু অভয়,
আশ্বাস দিলেন মাতা ;
অভয়া না অভয় দানিলে
শিবহীন যজ্ঞে হব কেমনে উদয়।
নাহি ভয়,
মায়ের কৃপায় সকলই হইবে শুভ।

ব্রহ্মা। হবে যেবা জননীর মনে।
আশ্বাসিত আছি আমি দৈববাণী শুনে,
তনু ত্যাগ করিবেন মাতা ;
প্রেমে হবে সৃষ্টির বন্ধন।

বিষ্ণু। অকারণ শঙ্কা কিবা তব ?

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

ভৃগুপত্নী আসীনা, সতীর প্রবেশ।

ভৃগু-পত্নী। এস, এস, দেখ গো প্রসূতি !
সতী তোর সেজে এল।
মরি, মরি, কিবা রূপ হেরি,
কে বলে গো ভিখারীর নারী !
কিবা অলঙ্কার,

যেখানে যা সাজে দিয়েছে জামাই তোর ;
রূপে করে দক্ষপুরী আলো।

প্রসূতীর প্রবেশ।

প্রসূতী। কৈ সতী, কৈ সতী মা আমার !
ও গো, স্বর্ণলতা কালি হয়ে গেছে,
বুঝি স্বপ্ন ফলে গো আমার !
ও মা, মা আমার !
ও মা, স্বপ্নে তোরে দেখিয়াছি কালি,
কালী হ'য়ে দাঁড়ালি মা এসে ;
স্বপ্নে সতী ছেড়ে গেছে মোরে,
ও মা, মায়েরে কি ছেড়ে যাবি ?
আমি দুঃখিনী জননী তোর,
মা ব'লে কি রাখিবি গো মনে ?
শুনি চতুর্ম্মুখ মুখে,
শক্তিরূপা সনাতনী তুমি।
ও মা, তুমি যে হও সে হও,
দশ মাস ধরেছি জঠরে তোরে,
মার মনে দিস্‌নে মা ব্যথা।

সতী। ও মা, আইনু মা নিমন্ত্রণ বিনা,
তাইত গো হ'ল দেখা !
ওগো সাধে কি হয়েছি কালী !
ও মা দুহিতা তোমার,
পতি বিনা নাহি জানে আর ;
ত্রিসংসারে অপমান তাঁর,

শুনিনু নারদ মুখে ;
ভেবে কালী হয়েছি জননী।
ও মা, অবিরোধী পতি মোর,
সংসার বৈভব বিলায়ে সবারে,
পতি মোর হয়েছে ভিখারী ;
এই কি মা অপরাধ তাঁর ?
সমুদ্র মন্থনে,
সুধাসনে রতন উঠিল কত,
বাঁটি নিল দেবগণে মিলি,
দিগম্বর গরলের ভাগী।
পিতার আদেশে,
যার পানে পরাণ ধাইল—
মালা দিনু তার গলে।
পত্নী হেতু দেবদেব হতমান,
তবু তাহে তিল নাহি গণে ;
কভু মোরে কুবচন নাহি কহে।
আশুতোষ, কভু নাহি রোষ ;
ধিক্ প্রাণ, হেন পতি মানহীন !
ও মা, ধরি পায়, করি গো মিনতি,
কহ গো জনকে মোর,
তনয়ারে রাখিবারে পায়,
যজ্ঞভাগ দিতে বল হরে।

প্রসূতী। হায় সতি, অভাগিনী আমি !
রাজা নাহি শুনিবে বচন,

বিরিঞ্চির বাক্য অবহেলে ;
বধিবে আমায় যদি কথা আনি মুখে।
ও মা, কি কব গো আর,
মানা মোরে তত্ত্ব নিতে তোর,
নাহি মায়া নৃপতির মনে,
কুবচন সহি কত ;
কি কব গো বন্দী আমি পুরে,
ও মা, বড় অভাগিনী আমি।

সতী। তবে আমি যাব পিতার সদনে।

প্রসূতী। মানা করি যাস্‌নে গো সতি,
তোরে হেরে দ্বিগুণ বাড়িবে ক্রোধ ;
কত কটু কবে,
নাহি সবে তোর—বড় অভিমানী তুই।
ও মা,
মমতা ছেদিয়া শ্মশান ক'রেছে প্রাণ!

সতী। কৃপাহীন মম প্রতি পিতা কভু নন ;
শীর্ণকায় দেখিয়া আমায়
মায়া মনে হবে তাঁর ;
কৈলাসে গো যাবে নিমন্ত্রণ,
পতি সনে মিটিবে বিবাদ।

প্রসূতী। ও মা, একে আর হবে তায় ;
ওগো বড় নিদারুণ,
দ্বিগুণ জ্বলিবে ক্রোধ।

সতী। কেন ভাব মা আমার!

বড় স্নেহ তাঁর,
ভুলিতে মা নারিবেন মোরে ;
যাব যজ্ঞে মানা নাহি কর।

প্রসূতী। ওগো,
বুঝেছি বুঝেছি—ভেঙ্গেছে কপাল মোর!
বজ্র সম বাণী সবে না মা, তোর প্রাণে ;
পতিপ্রাণা পতিনিন্দা শুনি,
অভাগীরে ফাঁকি দিবি।

সতী। মা গো, কি ফল এ ছার প্রাণ রাখি ?
যাব যজ্ঞে—কহিব জনকে,
ভিখারীরে করিতে বঞ্চনা
কেন হেন আয়োজন ?
ও মা; ভিখারিণী—যাইতে ত নাহি মানা ?
ভিক্ষা মেগে লব যজ্ঞ ভাগ,
নহে মাতা পরাণ ত্যজিব ;
অলক্ষণা, স্বামীর কণ্টক আমি।

প্রসূতী। ও মা, ও মা, আমি ত গো নহি অপরাধী ;
কেন শেল দিয়ে যাবি বুকে ?

সতী। ও মা, কন্যা আমি,
নীতিবাণী সুধাই তোমায় ;
যার তরে পতি লজ্জা পায়,
প্রায়শ্চিত্ত কিবা তার ?
শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার রক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর,

প্রজা রক্ষা কেমনে গো হবে ?
নারী যদি পতিনিন্দা সবে ;
কার তরে গৃহী হবে নর ?
প্রজাপতি দুহিতা গো আমি,
ও মা, পতিনিন্দা কেন সব ?

প্রসূতী। ও মা, কাঁদিতে কাঁদিতে
দিয়াছিনু বিদায় তোমারে ;
কাঁদিতে গো বুঝি পুনঃ দেখা !
সতি ! চাঁদমুখে আর কিরে মা ব'লে ডাকিবি ?
ক্ষুধা পেলে ধেয়ে কি আসিবি ?
অঞ্চল ধরিবি মোর ;
ও মা, প্রসবিনু যে দিন তোমারে,
সেই দিন হ'তে দিন দিন পড়ে মনে !
কি হবে গো—কি হবে গো, মা আমার ?

সতী। বাধা মোরে দিওনা জননী,
পতি-ভক্তি শিখাও মা মোরে,
কে শিখাবে তুমি না শিখালে ?
দে মা বিদায় আমায়।

প্রসূতী। সতি, সতি, মা আমার !
ও মা তোরে কি ব'লে বিদায় দিব ?
যাবি যদি, জনমের মত,
মা ব'লে মা ডাক মোরে।

সতী। মা, মা, যাই যজ্ঞে মা আমার !

সতীর প্রস্থান।

প্রসূতী। বল গো কি হবে মোর ?

ভৃগু-পত্নী। বিধাতার মনে যা আছে তা হবে রাণি,
কি হবে কাঁদিলে আর ?
হায় ! জঞ্জাল বাধিবে—
ব'লেছিল মুনি মোরে ;
চল গৃহে,
গবাক্ষ হইতে দেখি যজ্ঞে কিবা হয়।

প্রসূতী। ও মা সতি,
মার প্রতি কেন মা নিদয়া তুই ?

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবগণ, নারদ, দধীচি ইত্যাদি ঋষিগণ
ও দক্ষ উপস্থিত।

দধীচি। রাজা !
হেন যজ্ঞ সমারোহ দেখি নাই কভু।
সুলভ দুর্লভ সুসাধ্য অসাধ্য যাহা
আয়োজন রয়েছে সকলি।
কিবা সভা, তিন লোক সমাগত,
কিন্তু কোথা পুরুষ প্রধান ?
মহেশ্বরে কেন নাহি হেরি ?

শিব-অধিকার—শিবের সংসার,
যজ্ঞ ভাগ তাঁর ;
বিশেষতঃ জামাতা তোমার,
অগ্রে তাঁর অধিষ্ঠান ;
কোথা উচ্চাসন দেবদেব হেতু ?
কেমনে বা যজ্ঞ আরম্ভিবে—
সদাশিবে না পূজিলে আগে ?
কে যজ্ঞ রাখিবে,
যজ্ঞে নানা বিঘ্ন হয় প্রজাপতি।

দক্ষ। হের মুনি, যজ্ঞেশ্বর হরি
আপনি উদয় হেথা যজ্ঞরক্ষা হেতু।
ভ্রান্তি তব ঘুচে নাই মনে,
শিব-অধিকার কিবা ?
আছে ভূতগণ, আছে বৃদ্ধ বৃষ,
এই ত সম্বল তার !
সুধাই তোমায়,
শিব নাম কে দিয়াছে তার ?
অমঙ্গলকেতু সে ভাঙ্গড় ;
মৃত্যু হ'তে অমঙ্গল কিবা ;
লয়-কর্ত্তা, অনাচার সৃষ্টি তার ?
দেবদেব নাম।
ভ্রান্ত জীব না করে বিচার ;
স্বেচ্ছাচার দৃষ্টান্তে তাহার,
কালগ্রাস পশে অত্যাচারে ;

এই হেতু লয়-কর্ত্তা দেবদেব হর।
শুন মুনি, যজ্ঞের যে প্রয়োজন,
মহাদেব ভিখারী ভাঙ্গড়,
হেন সংস্কার ত্রিসংসারে আর না রাখিব ;
নিষ্ঠাচারে মানব স্থাপিব ভবে।
মৃত্যু হেতু ভয়,
তাই জীব সংসারে না রয় ;
মৃত্যু ভয় করিব খণ্ডন,
স্বেচ্ছাচার করিব দমন,
পিশাচ না পূজা পাবে।
শুন মুনি, জ্ঞানহীন তুমি,
ক্ষমিলাম অপরাধ ;
শিব নাম মুখে নাহি আন আর।
শিব নাম যে আনিবে মুখে,
প্রেতপুরে স্থান তার।

দধীচি। শিব! শিব! শিব!
একি! ত্রিসংসার শিব-নিন্দা শোনে!
বুঝি প্রলয় নিকট আসি।
শিব! শিব! শিব!
শিবনাম না আনিব মুখে ?
প্রজাপতি শিবের প্রসাদে
কোটি প্রজাপতি নাহি গণি,
শিব নাম করি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবার হে মহারাজ।

কিবা শক্তি ধর দক্ষরাজ,
শিব নাম লইতে নিষেধ কর ?

দক্ষ। শক্তি মম এখনই বুঝিবে।
কে আছরে, দণ্ড দেহ দুরাচারে।

দধীচি। এই মাত্র শক্তি তব ?
খণ্ড খণ্ড কর তনু মোর,
দেখ রাজা,
শিব নাম আনিবা না আনি মুখে।
শিব। শিব! শিব!
দেহ আদেশ রক্ষকে,
কিবা দণ্ড দিবে মোরে।

দক্ষ। বহিষ্কৃত কর এ ব্রাহ্মণে।

দধীচি। রক্ষিগণে কেন কষ্ট দিবে ?
শিব-হীন যজ্ঞে কে রহিবে ?
যথা শিব-অপমান,
ত্যজে স্থান সাধুজন।
কিন্তু শুন হিতবাণী,
বহু যত্নে করিয়াছ আয়োজন;
মহাকার্য্য প্রজার স্থাপন,
অগ্রে কর শিবপূজা।
নহে যদি চন্দ্র সূর্য্য নড়ে,
সাগরে না রহে নীর,
জেন স্থির, যজ্ঞ তব যাবে রসাতল!
অনাদি সে পুরুষ-প্রবর,

শক্তি যার প্রেমে বাঁধা,
বাদ নাহি কর তাঁর সনে।

দক্ষ। রক্ষি, ব্রাহ্মণে কররে দূর।

দধীচি। দূর কর মোরে,
তবু কহি—কর শিবপূজা;
যত্ন করি নাহি আন অমঙ্গল।
শিব! শিব! শিব!
দিগম্বর! করহ মার্জ্জনা,
তব নিন্দা শুনিনু এ পাপ কাণে!
শুন, শুন! যজ্ঞে যেবা আছ উপস্থিত;
কদাচিৎ না রহ এ স্থানে।
যাও পলাইয়ে,
নহে, রুদ্ররোষে না পাবে নিস্তার।

দধীচির প্রস্থান।

দক্ষ। আদেশ হে, সভাস্থিতগণে,
যজ্ঞারম্ভ করি আমি।
যদি কেহ থাকে এ সভায়,
শিব-নিন্দা ফোটে যার গায়,
সভা ত্যজি যাইতে উচিত তার।
কিন্তু কেহ নাহি কর ভয়,
কি করিতে পারে সে ভাঙ্গড়!
আছে সংস্কার,
মহারুদ্র ভূতের প্রধান;
ভ্রান্তিমাত্র তাহা।

ভিক্ষা যার জীবন উপায়,
কি সম্ভব তার হ'তে !
দ্বারে যদি আসে সে ভিক্ষুক,
দ্বারপাল করিবে বিদায়।
যজ্ঞে বসি, আদেশ, হে হরি,
আদেশ, বিধাতা।

সতীর প্রবেশ।

সতী। পিতা, ভিখারিণী প্রণমে তোমার পায়।

দক্ষ। সত্য বিঘ্ন !
ওরে, আছে কি রে পতি অনুমতি তোর
পিতারে প্রণাম দিতে ?
কালামুখি, কেন এলি পোড়াইতে মুখ ?

সতী। পিতা,
চিরদিন পতি মোর শিখান সুনীতি,
জগৎগুরু মহাদেব !
পিতা, কন্যা আসে পিতার সদনে
কালামুখ তাহে কিবা ?

দক্ষ। কন্যা তুমি নহে আর মম।
ছিল দিন কন্যা বলে ডাকিতাম তোরে,
কিন্তু নীচ রুচি, নীচ তুই, পিশাচিনী এবে।
কি আস্পর্দ্ধা তোর,
সম্মুখে আমার, কহ জগৎগুরু শিব !
যা তুই—হেথা তোর নাহি স্থান।

সতী। পিতা, শিবগুরু শতবার ক'ব।

তুমি প্রজাপতি—সুনীতি শিখাবে ভবে,
পিতা হয়ে পতিনিন্দা শিখাওনা মোরে।
পিতা, আমি অপরাধী,
আমি বরিয়াছি হরে,
দণ্ড দেহ, যেবা তব মনে লয় ;
কিন্তু, কেন, হরে কর অপমান ?

দক্ষ। অপমান, মান আছে যার !
ভিখারীর মান কিরে ভিখারিণী ?
আরে আরে কুলের কণ্টক তুই,
পৈশাচিক কুটুম্বিতা তোর হেতু !
মান অপমান কথা কি তুই জানিবি !
যেই অনাচারী দমিবারে
যত্ন করি চিরদিন,
ঠেলিয়াছি ব্রহ্মার বচন ;
তারে তুই স্বয়ম্বরে মালা দিলি।
কন্যা বলে পরিচয় দিস্ পুনঃ ?
সেই দিন মমতা ছেদেছি,
যেই দিন কালি দিলি মুখে।
নাহিক সম্ভব—মৃত্যুঞ্জয় সে ভাঙ্গড়,
যদি কভু বৈধব্য ঘটেরে তোর,
অন্ন পানি দিব তোরে ;
তত দিন না আস সম্মুখে।

সতী। পিতা, পিতা, কুবচন কহ মোরে,
নাহি নিন্দ হরে।

শিব-নিন্দা শুনি মরি প্রাণে,
ধরি গো চরণে, শিব-নিন্দা নাহি কর।

নন্দী। মা, মা!
ফিরে চল, চল গো কৈলাসে।
বাবা মোরে বলে দেছে;
ও মা, আর না সহিতে পারি,
শিব আজ্ঞা যাব ভুলে।

সতী। নন্দি, কোন্ মুখে ফিরিব কৈলাসে?
আসিবার কালে নিষেধ করিল হর।
মানা না মানিনু,
বড় মুখে আইলাম পিত্রালয়ে;
ছিল সাধ, মিটাব বিবাদ,
বিবাদ না মিটিবেরে কভু—
যত দিন রবে অভাগিনী।
যারে নন্দি, ফিরে যা কৈলাসে,
কহিস্ মহেশে,
জন্মিলাম অপমান হেতু তাঁর।
ছার প্রাণ আর না রাখিব,
পোড়া মুখ আর না দেখাব,
ছাড়িব এ পাপদেহ।
নিবেদন ক'ররে চরণে,
বংশ অভিমানে
কত তাঁরে কহিয়াছি কটু;
আমি নারী—মহিমা কি বুঝিবারে পারি;

দেবদেব!
নিজ গুণে ক্ষমিবেন অপরাধ।
বলিস্ ভোলারে,
কভু যেন মনে করে মোরে।
অজ্ঞান অবোধ,
সেবা তাঁর করিতে নারিনু;
ছিল বহু সাধ,
সে সাধ রহিল মনে।
যদি পাগল আমার,
আমা বিনে হয় উচাটন,
ক'রের যতন,
ভিখারীর কেহ নাহি ত্রিসংসারে।
দিগম্বর ক্ষমা কর অধিনীরে।
এ অন্তিমে হৃদ্‌পদ্মে দেহ আসি দেখা,
ভোলা, ভোলা, কোথা তুমি এ সময়! (তনু ত্যাগ)

নন্দী। ও মা, মা, কি বলিস্, কি হ'ল, কি হ'ল!
উঠ মা, উঠ মা,
শূন্য রথ লয়ে কি ব'লে কৈলাসে যাব—
শঙ্করে কি কব?
ও মা, নিয়ে যেতে বলেছিল বাবা মোরে!
উঠ গো জননী,
শূলপাণি অধীর হবে গো তোর তরে!
ও মা, নন্দী কাঁদে তোর—
আদর কর মা তারে!

হায় হায়, শতধিক্ প্রাণে,
দেখিনু নয়নে
ভগবতী পরাণ ত্যজিল !
কি হ'ল, কি হ'ল, কোথা গেল মা আমার !
ক'রে অভিমান, ভাসায়ে বয়ান,
কার কাছে দাঁড়াব গো আর !
অভাজনে মা বিনে কে রাখিবে গো পায় !
ও মা কৃপাময়ি !
কেন আজি হ'লে গো নিঠুর ?
ডাকে নন্দী তোর,—দেনা মা উত্তর,
কাতর কিঙ্কর মাগো !
কাঁপে প্রাণ ত্রাসে,
কোন্ মুখে যাইব কৈলাসে,
কি ব'লে গো বুঝাব বাবারে ?
দক্ষালয়ে ত্যজিয়াছ প্রাণ,
কোন্ প্রাণে কব মাতা,
ওগো, হর মোরে করে ধ'রে কয়েছিল
ফিরে এনে দিতে তার সতী ;
আমি মূঢ়মতি,
প্রভু আজ্ঞা নারিনু পালিতে !
আশুতোষ করিবেন রোষ ;
কোলে করে লুকাইবি আয় !
চল্, মা গো চল্,
হবে গো চঞ্চল পাগল তোমার তারা !

আয় মাগো আয়, বুঝাইবি তায়,
ও মা, কোথা যাব, মা গেছে গো চলে !

দক্ষ। মূঢ় প্রেত, নহে প্রেত ভূমি,
নিবার চীৎকার তোর।

নন্দী। মূঢ় দক্ষ, কি কহিব বাবার নিষেধ।
নহে শূল করে রয়েছি দাঁড়ায়ে,
শিব-নিন্দা করিলি পামর।
নহে মা আমার ত্যজিয়াছে তনু,
তবু তুই এখনও জীবিত ?
নহে কিরে নহে কি অধম, যজ্ঞ-ধূম উঠিত রে তোর ;
শিব-হীন সভা কি রে এখন রহিত ?
ফাটে প্রাণ, বাবার নিষেধ,
মা ত্যজেছে প্রাণ,
আছি রে, আছি রে, দক্ষ দিতে প্রতিফল !
নহে, আত্মহত্যা বিনা মম প্রায়শ্চিত্ত কিবা !
ধিক্ আমি অধম কিঙ্কর,
শৈব হয়ে হেরিলাম শিবহীন সভা।
শোন দক্ষ, নাহি তোর ত্রাণ।

নন্দীর প্রস্থান।

দক্ষ। রক্ষি, বধ ওরে।

রক্ষক। প্রভু, কোথা আর ?
শূন্য ভরে গেছে চলে যোজনেক পথ ;
শূন্য রথ আপনি ফিরিল।

দক্ষ। ভাল হ'ল মিটিল জঞ্জাল,

সতী গেল ঘুচিল প্রাণের ব্যথা।
ছিল কন্যা—মমতায় তার,
এত দিন ক্ষমে'ছি শিবেরে,
আর ক্ষমা নাহি মোর!
আগে যজ্ঞ করি সমাধান,
কৈলাস ডুবাব লয়ে সাগরসলিলে।
সতী ম'ল, পুনঃ মুখ হইল উজ্জ্বল,
না কহিবে শিবের শ্বশুর।
ওহো! কন্যাহেতু এ হেন যন্ত্রণা,
অপমান পদে পদে।
অন্ন নাহি ভাঙ্গড়ের ঘরে, না খেয়ে হ'য়েছে কালি।
কে দিলে এ অলঙ্কার?
ভিক্ষা ত্যজি, চুরি বুঝি শিখেছে ভাঙ্গড়!
ধন্য তব যোগাযোগ বিধি!
কিন্তু আর কন্যা নাই,
নবীন জামাই এনে তুমি দিবে ধাতা;
দেখি এবে, যজ্ঞপূর্ণ হয় বা না হয়।

ব্রহ্মা। দেখ হরি, থরথরি কাঁপে তিন পুরী,
মহাধূম গগনমণ্ডলে, ধিকি ধিকি বহ্নি জিহ্বা জ্বলে,
হেন ধূম প্রলয়ে না হয় কভু!
খসে বুঝি বিশ্বের বন্ধন, টলে ত্রিভুবন,
কোথায় পলাব, কোথা স্থান পাব,
এ প্রলয়ে সকলি কি হবে নাশ?

বিষ্ণু। শুন ব্রহ্মা, কি বুঝিব শক্তির মহিমা!

কহি শুন, যে কথা শুনেছি আমি অভয়ার মুখে।
নন্দী যবে মৃত্যু কথা কবে,
ক্রোধে রুদ্র ছিঁড়িবে আপন জটা ;
মহাবীর জন্মিবে তাহায়,
মহাকায়, পূর্ণ মহারুদ্র তেজে,
শূল করে ত্রিসংসারে পারে বিঁধিবারে ;
সমরে শঙ্কর তারে দিবেন আরতি।
বুঝি জন্মিল সে ভৈরব মূরতি ;
সাবধানে দেবসেনা হও সুসজ্জিত,
আসে রণে কৈলাসীয় চমূ,
প্রাণপণে যুঝিব সকলে মিলি ;
কোনমতে যজ্ঞ বিঘ্ন না দিব করিতে।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। হরি, রক্ষা কর, মজে ত্রিসংসার !
নন্দীর পশ্চাতে গেলাম কৈলাসপুরে,
নন্দী দিল পরিচয় !
কাঁপিছে অন্তর মোর, অকস্মাৎ কি দেখিনু !
উর্দ্ধ জটা, ভালে বহ্নি উঠিল গর্জ্জিয়া !
শশি-খণ্ড, রবি জ্যোতিঃ ধরে,
ত্রিনয়নে কোটি রবি ক্ষরে,
গর্জ্জে ফণি বাসুকীর ত্রাস ;
জটা ছিড়ি ফেলিল মহেশ !
কি কহিব, কহিতে অবশ জিহ্বা,
জটাজুট শিরে, শূল করে উঠিল পুরুষ

ভীমকায় কহিল মহেশে,
"কি আদেশ তাত মোরে ?
দিক্ হস্তী এখনই বধিব, সাগর শুষিব,
চন্দ্র সূর্য্য চিবাইব দাঁতে।
আজ্ঞা মোরে দেহ শূলপাণি ;
খণ্ড খণ্ড করিব মেদিনী,
স্বর্গ পরে রসাতল থোব, চাহ যদি স্বর্গ উপাড়িব।"
দক্ষযজ্ঞ নাশ হেতু, কহিল শঙ্কর তারে।
নন্দী শিঙ্গা বাজাইল ঘোর,
সাজিল সত্বর ভূতদানা অগণন,
মুক্তকেশ, শূল করে নৃত্য করে সবে।
কহ প্রভু, কি উপায় হবে, সকলই মজিবে !

বিষ্ণু সাজ সেনা, সম্মুখীন অরি ;
চল আগুবাড়ি দিব রণ, যজ্ঞ-বিঘ্ন নাহি ঘটে।

বিষ্ণুর প্রস্থান।

দক্ষ। কে যুঝিবে বিষ্ণুর সহিত ?
কিন্তু রণে চক্র যদি পায় পরাজয়,
যজ্ঞ হ'তে সেনা পুনঃ করিব সৃজন,
শিব-সেনা ভূতদানা কি করিবে ?
বৃদ্ধ শিব, কত বল তার ?

নেপথ্যে। হর—হর—হর।

দক্ষ। শুনি ভীষণ হুঙ্কার !

প্রথম দূতের প্রবেশ।

বিষ্ণু। মহারাজ, প্রাণ যদি চাও,

পালাও, পালাও, এল এল এল সবে।
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল,
ভূত প্রেত দৈত্য দানা,
না হয় গণনা, আসিতেছে রণে কত।
বিকট বদন, রণোল্লাসে করিছে গর্জ্জন,
জনে জনে সাক্ষাৎ শমন রাজা!
মহাতেজা বীর একজন,
পদভরে কাঁপে ত্রিভুবন,
শূল করে মৃদু মৃদু হাসে,
বায়ুবেগে আসে, দেবসেনা আক্রমণে।

দক্ষ। কে আছ রে, বধ লয়ে ভীরু দূতে;
আন কেহ সংগ্রাম বারতা।

প্রথম দূতের প্রস্থান

নেপথ্যে। হর—হর—হর।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ।

দূত। প্রভু, তুমুল সংগ্রাম;
অবিরাম বরিষার জল,
অস্ত্র ঝরে, উজ্জ্বল প্রভায় দিশা।
প্রাণপণে—দেব-সেনাগণ করিছে বারণ,
কৈলাসীয় মহাচমূ।
বিষ্ণু যুঝে বীরভদ্র সনে,
শূল চক্র মিলিত গর্জ্জনে, বিদারিত ব্যোমদেশ।

দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান

নেপথ্যে। হর—হর—হর।

তৃতীয় দূতের প্রবেশ।

দূত। বিস্ফুলিঙ্গ ফোটে, ব্রহ্মডিম্ব টোটে,
মহারুদ্র আগত সংগ্রামে।
বজ্র হেরি বিফল সংগ্রামে, পলায়েছে পুরন্দর।
ম্রিয়মান পাশ রণে, দণ্ড করে ফিরেছে শমন।
ধনুহীন পবন পলায়।
রুদ্রকায় মহাবহ্নি ছোটে,
একা হরি রণ মাঝে!

তৃতীয় দূতের প্রস্থান।

নেপথ্যে। হর—হর—হর।

চতুর্থ দূতের প্রবেশ।

দূত। দেব, পলাও সত্বর, চক্রধর ত্যজেছেন রণ!
অদ্ভুত কাহিনী, অকস্মাৎ হ'ল দৈববাণী;
"ফের চক্রপাণি, মহাশক্তি হরের সহায়;
অন্য শক্তি লয় হবে সেই মহাতেজে।"
রণে পৃষ্ঠ দিয়াছেন হৃষিকেশ।

দক্ষ। মহামন্ত্রে যজ্ঞাহুতি করহ প্রদান,
সেনা সৃষ্টি কর অগণন! (যজ্ঞে আহুতি প্রদান)

নেপথ্যে। হর—হর—হর।

ভূতদলের প্রবেশ ও যজ্ঞনাশ।

নন্দী। যেই মুখে শিবনিন্দা করিলি বর্ব্বর,
নিজ যজ্ঞে সেই মুণ্ড দেহরে আহুতি।

সকলে। এই দক্ষ—এই দক্ষ।

দক্ষকে লইয়া প্রস্থান

মহাদেবের প্রবেশ।

মহা। কে—রে, দে—রে, সতী দে আমার!
সতি, সতি, কোথা সতি!
প্রাণেশ্বরি, এস রে হৃদয়ে!
ছি ছি, ভুলাইয়ে কেন হে করিলে গৃহী?
কোথা গেলে, কি দোষে ত্যজিলে,
প্রাণপ্রিয়ে, কেন কর অভিমান?
শত দোষ করিলে না কহ কথা!
আজি বিনা অপরাধে
ধরণী শয়নে কি হেতু শুয়েছ রোষে?
দেহ রে উত্তর,
ওরে, প্রাণে না সহে আমার;
ত্রিসংসার হেরি অন্ধকার,
অন্তরের সার তুই সতী!
আহা, মোর নিন্দা শুনে, সতী মলো প্রাণে,
আহা, অযতনে কতই কেঁদেছে!
ও হো, সতী প্রাণ দেছে,
মহেশের মৃত্যু নাই!
আয় সতি, আয় রে হৃদয়ে,
আর প্রিয়ে ছাড়িতে নারিবে মোরে!
আরে রে দুঃখিনী, আরে অভাগিনী,
ভিখারীরে কেন রে বরিলি?
কেন ওরে পাগলে মজালি?
নেচে গেয়ে ভ্রমিতাম ভুবনে।

সতি, প্রাণে সহেনা রে আর,
কহ কথা, কহ একবার,
অধরে রে বারেক নিরখি হাসি।
ওরে, হয়েছি কাতর, দেহরে উত্তর,
নিঠুর নহ ত তুমি [illegible]
ফিরে আর যাবনা কৈলাসে,
অদ্যাবধি কাল যথা নাহি পশে,
বিশ্ব-অন্তে বসিব বিরলে ;
নয়নের জলে—নিত্য ধোব বদন তোমার !
ডাক একবার, ভোলারে ভোলারে সতি,
আহা, সতী ম[illegible] ভাঙ্গড়ের তরে।
(সতীদেহ লইয়া গমনোদ্যত)

প্রসূতী ও তপস্বিনীর প্রবেশ।

প্রসূতী। কোথা যাও, ফিরে চাও আশুতোষ !
অভাগিনী ডাকিছে তোমায়,
হের হর করুণানয়নে ;
দীন জনে চিরকৃপা তব।
আমি দীনা, পতিকন্যাহীনা,
পশুপতি, আশ্রিতা তোমার।
হই যদি সতী, পশুপতি পদে মাগি পতি,
দুঃখিনীরে ক'রোনা বঞ্চনা ;
সদা শিব নাম,
অবলায় হ'ওনা হে বাম,
অকলঙ্ক নাম তব কৃপাময় ;

✲ সতী-দেহ স্কন্দে মহাদেব ✲

মহা। কে-রে, বব[illegible]রে, যাব-রে সত্বর
সতী নাই-ববনা সংসারে আর।

করুণায় অবলায় রাখ পায়।
জানি প্রভু, পতি মম দোষী,
ওহে প্রেমময় পরম সন্ন্যাসী,
তবু আমি দাসী তাঁর।
সতী-পতি, পতি দেহ মোরে,
সতীর জননী যাচে।
তুমি প্রভু জগতের পতি,
কুমতি সুমতি সকলই হে সনাতন!
দক্ষ কেবা নিন্দিবে তোমায়?
তোমার ইচ্ছায় শিব-দ্বেষী হ'ল পতি।
ওহে অগতির গতি, কর দয়া পতিহীনা জনে।
ভোলা দিগম্বর, তুষ্ট হও হর।
দেখহে অন্তর—অন্তর্যামী ভগবান্;
মার প্রাণে কি আঘাত দেছে সতী।
তাহে পতিহীনা, করহে করুণা,
শিবময় করুণা আধার।

তপ। বিল্বপত্র দেহ রাঙ্গা পায়।

(প্রসূতীর মহাদেবের পদে বিল্বপত্র প্রদান।)

মহা। কে—রে, বর নে—রে, যাব—রে সত্বর,
সতী নাই, রবনা সংসারে আর।
পতি তব পাবে প্রাণ,
কিন্তু মুণ্ড তার পুড়েছে অনলে,
অজ-মুণ্ড করিবে ধারণ।
যজ্ঞ পূর্ণ হবে,

মম ভাগ দিতে ব'ল বিল্বমূলে।
সতি, সতি, চল যাই ;
বিশ্ব-কার্য্যে আর না রহিব,
সতি, সতি, চাহরে বদন তুলে।

সতীদেহ লইয়া মহাদেবের প্রস্থান।

প্রসূতী। ওগো তপস্বিনি, আমি অভাগিনী,
এ দুর্দ্দশা হ'ল গো স্বামীর!
আহা, সতী কোথা ছেড়ে গেল মোরে ?
কোথা মা আমার, মা বলে গো ডাক একবার!
ও মা, লীলা হেতু তুই জন্মেছিলি ;
অভাগীরে কেনরে কাঁদালি ?
চলে গেলি কেন মা আমার।
শুন তপস্বিনি,
সাধমাত্র রাজারে দেখিব,
গৃহে নাহি রব, চলে যাব,
সতীরে করিব ধ্যান।
আহা জন্ম লয়ে অভাগী জঠরে,
কেঁদেছে রে চিরদিন।
ছিল গো কৈলাসে,
কভু তার তত্ত্ব না করিনু।
প্রাণ দিতে কেন সতী এলো!
দেখি, বা না দেখিগো নয়নে,
শুনিতাম কানে, সতী মোর বেঁচে আছে ;
ওগো, চাঁদমুখ কেমনে ভুলিব।

তপ। শুন রাণি, নহ তুমি সামান্য রমণী,
অভাগিনী নহ কভু।
তুমি ভাগ্যধরী,
তাই গর্ব্ভে জন্মিল শঙ্করী।
অন্তে পুনঃ সতীরে পাইবে,
সতী সনে চিরদিন রবে,
বাঁধা সতী প্রেমে তোর ;
মনোসাধ মিটিবে তোমার।
নিত্য ঘুমাইলে
সতী আসি মা ব'লে ডাকিবে ;
যাও রাণী, মিথ্যা নহে বাণী।

প্রসূতীর প্রস্থান।

তপ। ও মা, ও মা, কত দিন আর,
কার্য্যে বাঁধা রাখিবি মা কতদিন ?
দেখা দে মা,
বলে যাগো, প্রাণ নাহি বোঝে।

সতীছায়ার আবির্ভাব।

সতী। যাই হিমালয়,
যতদিন শিব সনে না হয় মিলন,
ভ্রম তুমি শিবগুণ করি গাণ ;
শিবধামে লয়ে যাব পরে।
শোন্ পদ্মা রাখিস্‌রে মনে,
প্রসূতী সদনে
নিত্য আসি মা ব'লে ডাকিবি।

মায়া-ঘোরে মেনকা জঠরে
রব আমি যত দিন,
শিব সনে বিচ্ছেদ আমার।
নাহিক আধার কেমনে আসিব ;
কার্য্যহীন প্রকৃতিপুরুষ বিনা।
জ্ঞানচক্ষু ফুটেছে তোমার,
বিকাশ তাহার, এখনও রয়েছে বাকী।
সখীভাব শিখিবিরে শিবগুণগানে।

যবনিকা পতন।